ইযালাতুল ফিত্না

মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর

ازالة الفتنة

ইযালাতুল ফিত্না

(ফিত্নার অপনোদন)

মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর

প্রকাশকাল ঃ
১লা জানুয়ারী ২০০৪, ৮ই জিলক্বদ ১৪২৪ হিজরী।

মুদ্রণে ঃ
জিলান গ্রাফিক্স, ৪৫৮ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৭৮৫

কম্পিউটার গ্রাফিক্স ঃ
এস, এম, রাশেদ

মূল্য ৩০ (ত্রিশ) টাকা

প্রকাশনায়
ছিরাতুল মুস্তাকীম প্রকাশনী
৪৫৮ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৭৮৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

الحمد لله رب العـالمين والصلوة والسـلام على سـيـد المرسلين وعلى اله وصحبه واتباعه اجمعين -

মুহতারাম ওলামায়ে কেরাম এবং দ্বীনি ভাইগণ!

আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনারা হয়তঃ লক্ষ করেছেন, মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল-ক্বাদেরী রচিত এবং করিম'স প্রকাশন ৪৩ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রকাশিত 'কাশফুল আসতার আন কায়দিল আশরার' নামে একখানা তথাকথিত উদ্দেশ্যমূলক ফত্ওয়া দ্বারা একটি মহল মাঠে ময়দানে আমার বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে। এই ষড়যন্ত্রমূলক ফত্ওয়ার মাধ্যমে ফত্ওয়া প্রদানকারী এবং তার দোসররা আমার সামাজিক, সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানকে বিতর্কিত করার অপপ্রয়াস চালানোকে তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়েছে। অত্যন্ত আশ্চর্য হলেও সত্য যে, যারা এ অমানবিক আচরণে নিজেদের জীবনের মূল্যবান সময় এবং অর্থ ব্যয় করছে, তারা দূরের কেউ নয়। তারা আমার অত্যন্ত আপনজন, যাদের সাথে আমি দ্বীনের খেদমতে অত্যন্ত মূল্যবান সময় অতিবাহিত করেছি। সময়ের আবর্তনে এবং সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক মতভেদের কারণে তারা নৈতিক এবং আদর্শগত মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে আমাকে টার্গেট করতঃ বিভিন্নভাবে মাঠে-ময়দানে আমার বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপসহ নানা ধরণের অপপ্রচার শুরু করল। তারা ইতোপূর্বে আমার বিরুদ্ধে বেনামে লিফলেট, তাদের নিজস্ব ম্যাগাজিনে লেখা-লেখি, অসত্যনির্ভর পুস্তিকা রচনা এবং আমার মিটিং মাহফিল ঠেকানোসহ নানাবিধ ষড়যন্ত্র করেও যখন আমার ব্যাপারে মাঠের হাজার হাজার সংগ্রামী আত্মনিবেদিত কর্মী এবং সাধারণ জনগণের আস্থা নষ্ট করতে মহান আল্লাহর একান্ত মহিমায় ব্যর্থ হলো, তখনই তারা কর্মী এবং সাধারণ জনগণের স্পর্শকাতর জায়গায় শুড়শুড়ি দেয়ার অপপ্রয়াসে যুগে যুগে ষড়যন্ত্রবাজদের নিয়মে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে তুলে নিল আমার সামাজিক মর্যাদা বিনষ্ট করার জন্য। তাদের পরবর্তী সিদ্ধান্ত এর চেয়েও অমানবিক হতে পারে বলে আমি আশংকা করছি। এসব লোকের হিংসাত্মক আচরণ থেকে আমি আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাই এবং তাদের সুমতি কামনা করি।

ষড়যন্ত্রকারী মহল তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য একদিকে দ্বীনকে তাদের পুঁজি

বানিয়েছে, অন্যদিকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাছিলের জন্য বেছে নিয়েছে একজন আলেমকে। যুগে যুগে এ-জাতীয় অনেক স্বার্থবাজ আলেম ছিল, যাঁদের কলম সন্ত্রাসের শিকার আমাদের মুরব্বী। গণের মধ্যে অনেকেই হয়েছিলেন। এটিই ইতিহাস- এটিই হক পন্থীদের জীবনের বাস্তবতা; যেটি আমাকে দ্বীনের খেদমতে উজ্জীবিত করে, বুকে সাহস যোগায়। ওদের এ-পর্যন্ত সকল চক্রান্ত আল্লাহর রহমতে মাঠ কর্মীরা ব্যর্থ করে দিলে ওরা নতুন ধরণের একটা সন্ত্রাস নিয়ে আবির্ভূত হলো- আর তা হলো ফতওয়া সন্ত্রাস। এতে শরিয়তের ফতওয়া নামক পবিত্র বিষয়টিকেও তারা বিতর্কিত করলো। এটিকেই বলে "ফতওয়াবাজী"। শরিয়তের নির্ধারিত নিয়মে ফতওয়া হয় সমাজে শান্তি কায়েমের জন্য, আর ফতওয়ার নামে স্বার্থান্বেষীদের ফতওয়া সন্ত্রাস বা 'ফতওয়াবাজি' হয় সমাজে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য। বস্তুতঃ এই ধরণের 'ফতওয়াবাজী'র বিরুদ্ধেই আইন হওয়া প্রয়োজন।

চক্রান্তকারীরা ৫ই সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার ফরহাদাবাদ এলাকায় অনুষ্ঠিত আমার একটি বক্তব্যের ক্যাসেট নিজেদের ব্যবস্থাপনায় ধারণ করে তা থেকে ফতওয়ার কথিত উপকরণ আবিষ্কার করেছে! কুফরির ফতোয়া সম্বলিত 'কাশফুল আসতার' নামক চটি পুস্তিকাটি তারা মার্কেটে এনে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার প্রাণান্তকর অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাশফুল আসতারের মধ্য দিয়ে আসলে তাদের নিজেদেরই দুষ্ট স্বরূপ উম্মোচিত হয়ে গেছে জনগণের মাঝে। তারা যে অশান্তি চায়, ফিতনা-ফ্যাসাদ চায়-তা কারও আজ বুঝতে বাকি রইল না।

আমি অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে তাদের এ-ব্যাপারটি অবলোকন করেছি। শুধুমাত্র ছুন্নিয়তের আন্দোলনের স্বার্থে, বৃহত্তর ঐক্যের পথ অমসৃণ না করার স্বার্থে এবং পরস্পরের কাদা ছোড়াছুড়ি অতি মাত্রায় সীমা ছাড়িয়ে যাবে আশংকায় উক্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত ফতওয়া সম্পর্কে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিনি। মজলুম হয়েও নিরবে সব সহ্য করেছি শুধুমাত্র মাজহাবের বৃহৎ স্বার্থে। এতে ইব্রাহীম সাহেব ও তাঁর দোসররা মনে করেছে আমি লা-জওয়াব হয়ে গেছি। আমি লা-জওয়াব হইনি, মূলতঃ আমি অবাক হয়েছি-তাদের অমানবিক তৎপরতা দেখে। রাজনৈতিক মতপ্রার্থক্য পরস্পরের মধ্যে থাকতেই পারে। প্রত্যেকেই আপন রাজনৈতিক চিন্তাধারা আপন সাংগঠনিক নিয়মে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এটিই তো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং অধিকার। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে- সেটাই স্বাভাবিক। জনগণই সিদ্ধান্ত নিবে তারা কোনটা গ্রহণ করবে বা করবে না। সে-স্বাভাবিক পথে না গিয়ে ওরাই সন্ত্রাস-অশান্তি-ফ্যাসাদ-অগণতান্ত্রিক

পথ বেছে নেয়- যারা তাদের রাজনৈতিক অপমৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত অথবা যারা ন্যুনতম মানবিকতাও হারিয়ে ফেলেছে। সত্যি বলতে কি, আবারও বলছি ছুন্নিয়তের ময়দানে অহেতুক কাদা ছোড়াছুড়ি না করার একান্ত স্বার্থেই আমি উক্ত ফতওয়ার বিষয়ে বাড়াবাড়িতে যাওয়ার পথ পরিহার করে নিজের জবান এবং কলমকে এতদিন সংবরণ করেছিলাম। তা ছাড়া যেহেতু এটি উদ্দেশ্যমূলক ফতওয়া এবং ষড়যন্ত্রের অংশ, তাই জবাব দিলেও কোন ফায়েদা হবে না ভেবে আমি ছবর ধারণ করলাম। কারণ দুরুছুল বালাগাতে একটি ছন্দ আছে-

إذا نطق السفيه فلا تجبه – فخير من إجابته السكوت

অর্থাৎ- যখন কোন আহমক কথা বলে, তার কথার উত্তর দিও না। কারণ তার কথার উত্তর দেয়ার চেয়ে চুপ থাকাই উত্তম। (পৃঃ ৫৫)

অথচ ফতওয়া প্রদানকারী মহল আমার নিশ্চুপ থাকার মাজহাবী এবং মানবিক গুরুত্ব উপলব্ধি তো করেইনি, বরং তারা দিন দিন আমার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার এক হিংস্র নেশায় উম্মাদ হয়ে উঠেছে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার শুভাকাংক্ষী মুরুব্বী এবং ভাইদের পরামর্শে আমি কলম হাতে নিলাম ভীষণ ব্যস্ততার মাঝেও। এ জন্য আমি দুঃখিত যে, আমার ছুন্নি জামায়াতের ভাইদের দেয়া ফতওয়ার জওয়াব আমাকে লিখতে বসতে হল। কারণ আমি মনে করি- এ জাতীয় বিষয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট না করে আমি যদি ছুন্নিয়তের একটি প্রয়োজনীয় দিকের উপর কিছু লিখে সময়টা কাজে লাগাতাম, সেটি ভাল হত। ইব্রাহীম সাহেবকেও আমি একই পরামর্শ দেব। আমরা সবাই যদি হকের উপর থাকি, তাহলে বিভিন্ন ধারায় কাজ করলেও আন্দোলনের বিশাল সমুদ্রের মোহনায় আমরা এক হয়ে যাব কোন একদিন নিশ্চয়ই। অতএব রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় 'ফতওয়াবাজী' করার কোনই প্রয়োজন নেই।

এখন আসুন, 'কাশফুল আসতার' নামক ফতওয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে একটু পর্যালোচনা করি। মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল-কাদেরীর স্বাক্ষরে আড়াই পৃষ্ঠা ব্যাপী লিখিত ফতওয়ার ভুমিকা পড়লে যে কারও নিকট এ-সত্য উম্মোচন হয়ে যাবে যে, এটি কোন নিরপেক্ষ মুফতির ফতওয়া নয়, বরং ইব্রাহীম সাহেব ফতওয়ার নামে একটি রাজনৈতিক দলের উলঙ্গ দালালী করেছেন মাত্র। আর ফতওয়াটি হচ্ছে সে উলঙ্গ রাজনৈতিক দালালীর একটি ন্যাক্কারজনক দলিল। বস্তুতঃ তিনি নিজেও সে রাজনৈতিক দলের একজন। নেতা এবং স্বাক্ষরকারীদের অধিকাংশ একই দলের দায়িত্বশীল। অথচ রাজনৈতিক এই দালালী তিনি করেছেন গহিরা এফ. কে. জামেউল উলুম (কামিল) মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস পদবী ব্যবহার করে। ফতওয়া নিতান্ত ফতওয়াই হবে। তাও নির্দিষ্ট মাছয়ালার উপর। এর সাথে যখন রাজনৈতিক বা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থ বা উদ্দেশ্য জুড়ে যায়, তখন মুফতির ফতওয়া দেয়ার

যোগ্যতা বা অধিকার থাকে না। আর সে ফতওয়ার গ্রহণযোগ্যতাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ফতওয়াটির প্রকাশকও একটি রাজনৈতিক দলের দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং প্রকাশনা সংস্থা করিম'স প্রকাশন এর যে ঠিকানা ফতওয়া পুস্তিকার পেছনের মলাটে দেয়া হয়েছে, তা এরূপ-করিম'স প্রকাশন ৪৩ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম। মূলতঃ এই ঠিকানার মধ্যে এই ফতওয়া নামক ষড়যন্ত্রের পেছনে কাদের কালো হাত কাজ করেছে, তা পরিষ্কার। দুষ্ট লোকের স্বরূপ এখানেই ধরা পড়েছে। পাঠকদের তথ্যের জন্যই বলতে হচ্ছে- ফতওয়ার করিম'স প্রকাশন এর উক্ত ঠিকানা- বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের চট্টগ্রামস্থ রাজনৈতিক অফিস এবং উক্ত রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় মহাসচিবের রিয়্যাল ষ্টেট ব্যবসার বাণিজ্যিক অফিস। এখন দেখি, রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং জায়গা জমির ব্যবসার সাথে সাথে এই অফিস হতে আর একটি ব্যবসা শুরু হয়েছে। আর তা হচ্ছে কাফির ফতওয়া দেয়ার ব্যবসা-এক কথায় ফতওয়া ব্যবসা। এ-জন্যই বাণিজ্যিক আদলে ফতওয়াটির মূল্যও নির্ধারণ হয়েছে Tk 10/- Only আবার ফতওয়া নামক এই বাণিজ্যিক পণ্যের কাটতির জন্য ব্যবসায়িক নিয়মে বিশেষ ছাড়-মূল্য হ্রাসেও বিক্রি করা হচ্ছে কোথাও প্রচারের স্বার্থে সৌজন্য কপিও পাঠানো হয়। উক্ত রাজনৈতিক অফিস থেকে তা বিক্রি হচ্ছে পাইকারী এবং খুচরা নিয়মে। আবার উক্ত ফতওয়ায় স্বাক্ষরকারী- কতেক আলেম এজেন্সী নিয়েছেন মাঠে ময়দানে ওয়াজ মাহফিলে উক্ত ফতওয়া বিক্রি করার। তারা ওয়াজ করে সাধারন মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে এভাবে শুড়শুড়ি দিয়ে পরে 'কাশফুল আসতার' বিক্রি করেন- সবাই কিনুন ঈমান হেফাজত করুন। শুধুমাত্র দশ টাকা। তথাকথিত এই ফতওয়া পুস্তিকার শেষ মলাটে আবার একই রাজনৈতিক দলের একজন যুগ্ম মহাসচিব এর লিখিত বইয়ের বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনও দেয়া হয়েছে। ব্যবসায়িক নিয়মে ফতওয়ার শেষ মলাটে প্রাপ্তিস্থান বিজ্ঞাপনও দেয়া হয়েছে। শুরুতেই দেয়া হয়েছে গাউছুল আজম মজজিদ শাহজাহানপুর, ঢাকা। এটি একই রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান সাহেবেরই ঠিকানা। তিনি এই মসজিদের খতিব। এরপর প্রাপ্তিস্থান হিসেবে আরও চারটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে পরিশেষে ফতওয়ার প্রাপ্তিস্থান হিসেবে দেখানো হয়েছে আলমগীর খানকাহ্ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

আমি জানিনা ইব্রাহীম সাহেব এবং তার রাজনৈতিক দোসররা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করতে পূর্ব অনুমতি নিয়েছে কিনা। অন্য প্রতিষ্ঠানের নামগুলো বাদ দিলেও আলমগীর খানকাহ্ শরীফ এর নাম ব্যবহারে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ইব্রাহীম সাহেব এবং তার রাজনৈতিক সহযোগীরা কি আলমগীর খানকাহ্ শরীফ কর্তৃপক্ষ তথা আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া হতে পূর্ব অনুমতি নিয়েছে? না নিয়ে থাকলে পবিত্র খানকাহ্ শরীফের নাম তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার

করার কি অধিকার আছে? আলমগীর খানকাহ্ শরীফ তো তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের অফিস নয়। বরং এটি হচ্ছে তরিকতের পবিত্র প্রতিষ্ঠান। দল-মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের তরিকতপন্থী ভাইদের আধ্যাত্মিক মারকাজ, মুর্শিদে বরহক আওলাদে রাছুল (দঃ) রাহনুমায়ে শরিয়ত ও তরিকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মাঃজিঃআঃ)'র রুহানী আওলাদদের মিলন কেন্দ্র। আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এটাকে ব্যবহার করা মোটেও তরিকতের আদর্শ নয়। একমাত্র সুবিধে ভোগীরাই তা করতে পারে। যারা হুজুর কেবলার নামটা পর্যন্ত বিকৃত করে উচ্চারণ করে, হুজুর কেবলার শানে রসিকতামূলক উক্তি করে সুযোগে সুবিধেয়, সিলসিলায়ে কাদেরীয়া আলিয়ার প্রচার প্রসার যাদের সহ্য হয় না, তাদের সাথে রাজনৈতিক সখ্যতা বজায় রেখে তাদেরই নাপাক স্বার্থে আলমগীর খানকাহ্ শরীফ এর নাম ব্যবহার করার সুযোগ কারা করে দিচ্ছে, তা ভেবে দেখতে হবে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের। গাউছিয়া কমিটি, আলমগীর খানকাহ ও মাসিক তরজুমান এগুলো সিলসিলায়ে কাদেরীয়া আলীয়ার অন্তর্ভূক্ত সকল ভাইদের। নিজেকে হুজুর কেবলাহ্র বড় ভক্ত দেখিয়ে এগুলো থেকে গোষ্ঠিগত রাজনৈতিক স্বার্থ হাছিলের সুযোগ কেউ যেন না পায়, তা আমরা কামনা করতে পারি। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কারণেই এখানে এ দুটো কথা বলে রাখলাম। কারণ একান্তই ফ্যাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত এই রাজনৈতিক ফতওয়ার প্রাপ্তিস্থান আলমগীর খানকাহ্ শরীফ দেখে তরিকতের অনেক ভাইয়েরা যে মনে নিদারুন আঘাত পেয়েছেন-সেটা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে কিছু ভিন্ন কথা এসে গেলেও পাঠকবৃন্দের মনে রাখতে হবে, আমি আলোচনা করছিলাম উদ্দেশ্যমূলক এই ফতওয়াটি যে একটি রাজনৈতিক দলের নির্লজ্জ দালালী, তা-নিয়ে। ইব্রাহীম সাহেব তাদেরই স্বার্থে দুঃখজনকভাবে ব্যবহার হয়েছেন। যিনি তাদেরই রাজনৈতিক প্রতিনিধি। কিন্তু এই দুষ্কর্মের করুণ পরিনাম তাকেই ভোগ করতে হবে। আজকের রাজনৈতিক মিত্ররা তার এই পরিণাম ভাগাভাগি করতে এগিয়ে আসবে না, বরং দূর থেকে হাসবে। এটিই ইতিহাস।

আসুন, ইব্রাহীম সাহেবের ফতওয়ার ভুমিকা থেকে কিছু অংশ কোড করে একটু আলোচনা করি। তাতে এই ফতওয়া যে নিতান্তই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে সুক্ষ চক্রান্তের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে, তা ওলামায়ে কেরামসহ সর্বস্তরের সচেতন নিরপেক্ষ মানুষের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে। তিনি তার ফতওয়ার ভূমিকায় লিখেছেন- "সুতরাং দেখা গেছে যে, বারং বারই বাতিল পন্থিরা ইলমী জেহাদে .... বাধা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো।" (কাশফুল আসতার)

এখন পাঠক বন্ধুরাই বলুন, আল-ইসতিফ্তা বা ফতওয়া তলব এর সাথে রাজনৈতিক

উক্ত কথাগুলোর কি সম্পর্ক আছে? উক্ত কথাগুলো যে ফতওয়া প্রণয়ণের উছুল বা নিয়ম নীতির খেলাফ, তা আমি মূল আলোচনায় প্রমাণ করব ইন্‌শাআল্লাহ। এখন আমি যদি ইব্রাহীম সাহেবকে তাঁর কৃত ফতওয়ার সাথে ভূমিকায় উল্লেখিত রাজনৈতিক বিষয়াবলীর কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করি, তিনি হ্যাঁ বা না কিছুই বলতে পারবেন না। হ্যাঁ বললেও মছিবত, আর না বললেও মছিবত। কারণ হ্যাঁ বললে, উনার এই ফতওয়া যে রাজনৈতিক চক্রান্ত-তা স্বীকার হয়ে যায়, আর না বললে প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে উক্ত রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত ভূমিকা তিনি কেন লিখলেন। এক্ষেত্রে হ্যাঁ বলাই ইব্রাহীম সাহেবের জন্য তুলনামূলক ভাল। তবে বেচারাকে এই মহা মুছিবতে ফেলেছে ওরাই; যারা তাকে ফতওয়া লিখতে প্ররোচিত করেছে এবং এ-জাতীয় ভূমিকা লিখতে সহযোগীতা করেছে। অতএব ভূমিকাতে রাজনৈতিক বক্তব্য এনে ইব্রাহীম সাহেব নিজেই এই ফতওয়া রচনার হীন বেকগ্রাউন্ড প্রকাশ করে দিয়েছেন। কোন রাজনীতি নিরপেক্ষ মুফতির সাথে তিনি যদি আলোচনা করে এই ফতওয়াটা লিখতেন, তাহলে তারা নিশ্চয়ই তাকে এ-বিষয়ে নিরপেক্ষ এবং ফতওয়া প্রণয়নের নীতি সম্বলিত পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তিনি হয়তঃ আলোচনা করেছেন রাজনীতির পক্ষপাত দোষে দুষ্ট আলেমদের সাথে অথবা ঐ সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের সাথে-যারা আলেমদের সাথে একটু ঘুরাফেরা করে বড় মুফতি বনে গেছে অথবা তিনি কোন আলেমকে ক্যাসেটের অংশ বিশেষ শুনিয়েই ফতওয়া প্রণয়নে আত্মপ্রসাদে ভেসে গেছে। কিন্তু এর কোনটিই যে সঠিক ফতওয়া প্রণয়নের মাপকাঠি নয়, তা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। কারণ হিংসা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে রহিত করে দেয়। যাক, ইব্রাহীম সাহেব যে কারণেই হউক না কেন, যখন তার প্রনীত ফতওয়ার সাথে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, তখন তাঁর অবগতির জন্যই আমি ফতওয়ার ভূমিকায় টেনে আনা রাজনৈতিক বিষয়গুলো সম্পর্কে যৎ সামান্য আলোচনা করব। কারণ এ-রাজনৈতিক বিষয়গুলো বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের অত্যন্ত আভ্যন্তরীণ সাংবিধানিক সংকট। তখন সংগঠন এবং রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থাকার কারণে সংকটের বাস্তব অবস্থা বুঝা তার পক্ষে সম্ভব নয়। না বুঝা কোন দোষও নয়। দোষ হচ্ছে তিনি একপাক্ষিকভাবে যা শুনেছেন, তাই তিনি বিশ্বাস করে নিয়েছেন। অন্য পক্ষ হতে কোন কিছুই শুনার এবং বাছ-বিচার করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। এতেই তার ফতওয়া আর রাজনীতি লেজে-গোবরে হয়ে গেছে।

ইব্রাহীম সাহেব অপ্রাসঙ্গিকভাবে ভূমিকার শুরুতেই লিখেছেন- বারং বারই বাতিলপন্থীরা ইলমী জেহাদে ব্যর্থ হয়েছে, এ-কারণে তারা রাজনৈতিক ভাবে রাষ্ট্রীয়

ক্ষমতা দখলের দিকে ধাবিত হয়ে আসছে।

ইসতিফতা বা ফতওয়া তলবের সাথে উক্ত বক্তব্যের কি সম্পর্ক আছে, তিনিই ভাল জানেন। বাতিলপন্থী বলতে উনি কাদেরকে বুঝাতে চান। এখানে এ-বিষয়ের অবতারণা করার দরকার কি? আর রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কে দখল করল, কে করল না- এ বিষয়ে তো নিশ্চয়ই ফতওয়া তলবকারীরা তার নিকট বক্তব্য চাননি। তিনি সে বিষয়ে কিছু লিখার প্রয়োজন মনে করলে একজন নবীন রাজনীতিবিদ হিসেবে অবশ্যই তার লিখার অধিকার আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট ফতওয়ার সাথে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিষয় টেনে এনে অন্যকে ঘায়েল করার চেষ্টা করা তো নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ মুফতির বৈশিষ্ট্য নয়। এতে ফতওয়া রাজনৈতিক নিরিখেই প্রনীত মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। তিনি তো রাজনৈতিক সংগঠনের একজন নব্য নেতা। সেখানে কি রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের কর্মসূচী নেই?

ইব্রাহীম সাহেব লিখেছেন *"১৯৯০ ইং সালে জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট গঠিত হয়ে আজ আপামর সুন্নী জনতার মধ্যে দ্রুত আশার সঞ্চার করেছে----- অন্যদিকে বাতিল পন্থিরাও বসে নেই, তাদের একটা অংশকে সুকৌশলে সুন্নীয়তের মূলধারার ঐ অগ্রযাত্রাকে রুখে দিয়ে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের পরিকল্পনা করে নেয়।"*

সংগঠনের এই দীর্ঘ ইতিহাসের সাথে তথাকথিত এই মুফতি সাহেবরা সম্পৃক্ত ছিলেন না। বরং মাঠে ময়দানে-চায়ের টেবিলে রাজনীতিকে হারাম ফতওয়া দিয়েছেন, রাজনীতি করাকে মায়ের সাথে জেনা করার সমতুল্য মৌখিক ফতওয়া দিয়েছেন, ইসলামী ফ্রন্টকে 'ফ্রট' বলে তিরস্কার করেছেন, নির্বাচনের রেজাল্ট নিয়ে মসকরা করেছেন, মাঠের চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে পাগল বলে আখ্যায়িত করেছেন, লাঠি পেটাসহ চড় থাপ্পড় দিয়েছেন, নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী কুফরী মতবাদের নির্লজ্জ পক্ষ নিয়েছেন, জনগণকে ইসলামী ফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে ক্ষেপিয়েছেন, ইসলামী ফ্রন্ট- ইসলামী ছাত্রসেনার অনেক মাহফিল বন্ধ করে দিয়েছেন, ইসলামী ফ্রন্টের রাজনৈতিক নেতা এবং আলেমদের সাথে একই মঞ্চে দাওয়াত নিতে, ওয়াজ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেছেন, ইসলামী ফ্রন্টে যোগদানের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সংগঠনের অনেক দায়িত্বশীল নেতা পর্যন্ত কর্মীদেরকে নিঃসঙ্গভাবে ছেড়ে দিয়ে নিজ স্বার্থ উদ্ধারে গা ঢাকা দিয়েছেন অথবা মূল নেতা হয়েও অলসভাবে বসে থেকে কর্মীদেরকে রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করার পরামর্শ দিয়েছেন। কর্মীরা যখন ছিল দিকপালহারা, রাজনীতির মহাসাগরে ভীষণ সাইক্লোনে পতিত হয়ে তারা যখন ছিল ক্যাপ্টেন বিহীন জাহাজের অসহায় যাত্রী, রাজনীতির বিপদসঙ্কুল পিচ্ছিল ময়দানে কর্মীরা যখন বাতিল শক্তির

সামনে সমর ময়দানে ছিল সেনাপতি বিহীন বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়- এক কথায় বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের শেষ অস্তিত্বও যখন বিপন্ন প্রায়, আর ছুন্নিয়তের রাজনৈতিক আন্দোলন একেবারেই নিভু নিভু, তখনই মুতার যুদ্ধের খালিদ বিন ওয়ালিদের হুংকার নিয়ে যারা মাঠ কাঁপিয়েছিল, বক্তৃতার মাধ্যমে যারা বাতিলের বুকে কম্পন ধরিয়ে দিয়েছিল, লিখনীর মধ্য দিয়ে ছুন্নিয়তের আহবানে সচেতন শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, বিচ্ছিন্ন মাঠকে রাত-দিন কুরবাণীর মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, ময়দানে হাজার হাজার কর্মীদের মনে সাহস ফিরিয়ে এনেছিল, কর্মীদের সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক চেতনা শানিত করেছিল, ভিতর-বাইরের সকল চক্রান্তের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সংগঠনকে ২০০০ সালের কাউন্সিল পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল, ইব্রাহীম সাহেব আর তার রাজনৈতিক দোসরদের মতে দুঃসময়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ঐ সমস্ত সাহসী নেতৃবৃন্দ হলেন আজকে বাতিল, উচ্চা ভিলাষী স্বার্থান্বেষী, ধূর্ত,'মুরুব্বী বিরোধী, সুন্নীয়তের অগ্রযাত্রায় বাধা সৃষ্টিকারী। আর দীর্ঘ প্রায় এক যুগ সংগঠনের বিরোধীতা করে, ছুন্নিয়তের রাজনীতিকে হারাম ফতওয়া দিয়ে ২০০০ সালের কাউন্সিল নিয়ে অনেক চক্রান্ত আর মশকরা করেও সংগঠনের পশ্চাদমুখী অলস নেতৃত্বের ছত্র ছায়ায় অসাংবিধানিকভাবে পেছনের দরওয়াজা দিকে সংগঠনে অনুপ্রবেশ করে হারাম ফতওয়া দেয়া রাজনীতিকে হালাল করে নিয়েছেন। তারা নাকি এখন মূলধারার অতন্দ্র নবীন কর্মী। কি বিচিত্র! রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় লিখিত তথাকথিত ফতওয়ার ভুমিকায় সময়ের ঐ সাহসী নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে ইব্রাহীম সাহেব আরও লিখলেন-*"তাদের ধূর্ত ব্যক্তিরা নিজেদের আসল চেহারা ও অন্তরের বাস্তব ভ্রান্ত আক্বিদাকে গোপন করে পর পর ঐ দুটি দলে ঢুকে পড়েছে। আর অতিভক্তির আদলে বিশেষ করে রাজনৈতিক দলটির প্রাথমিক অবস্থায় সুযোগ পেয়ে নিজেদের একটা অবস্থান সুকৌশলে গড়ে নিয়েছিলো বৈ-কি"*।

ইব্রাহীম সাহেবের উদ্দেশ্যে বলব, সংগঠনের প্রাথমিক আপদকালীন সময়ে যারা দায়িত্ব হতে পালিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দিল, তারাই মূলতঃ ধূর্ত, ভীত এবং কাপুরুষ। যারা সেদিন ঘরে বসে না থেকে রাজপথে নেতৃত্ব দিয়ে সংগঠনকে শুধু মৃত্যুর হাত থেকেই রক্ষা করেনি, বরং নতুন জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিল, তারা হচ্ছে সময়ের শ্রেষ্ঠ সৈনিক। তাদেরই ত্যাগে নির্মিত প্লাটফরমে যে আপনারাই অবৈধভাবে ঢুকে পড়েছেন এবং হারাম ফতওয়া দেয়া রাজনীতিকে হালাল করে নিয়েছেন- তা ময়দানের কর্মীদের কাছে প্রমাণিত। আর কিছু স্বীকার না করলেও আমাদের সুকৌশলে (কু-কৌশলে নয়) গড়া অবস্থানকে আপনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এ-অবস্থান শত কু-কৌশল অবলম্বন করেও আপনারা নষ্ট করতে পারবেন না। ময়দানের পরীক্ষিত সংগ্রামী কর্মীরা সর্বোচ্চ ধৈর্য্য এবং ত্যাগের মধ্য দিয়ে তিলে তিলে গড়ে

তোলা ছুন্নিয়তের এই আন্দোলনকে রাজপথে জাগ্রত থেকে পাহারা দিবে।

ইব্রাহীম সাহেব আরও লিখেছেন- *"ওই স্বার্থান্বেষী মহলটির নিকট একদিকে যেমন দলের অগ্রযাত্রার পথে সেই যুগান্তকারী কাউন্সিল ২০০০ সাল অসহনীয় ঠেকলো, তেমনি দলে অভিজ্ঞ ও সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সম্পৃক্ততাকে তারা তাদের উচ্চাভিলাষকে চরিতার্থ করণ ও স্বার্থোদ্বারের পথে বাধা মনে করতে লাগলো।"*

আপনাকে বলব, কাউন্সিল ২০০০ সাল এর আহবায়ক সেদিন আমিই ছিলাম। আপনি সংগঠনের কোন স্তরেই ছিলেন না এবং সেদিনকার কাউন্সিলে একজন সুভাকাংখী হিসেবেও যাননি। কাউন্সিল ২০০০ কাদের নিকট অসহনীয় ঠেকেছিল, সেটি আমারই সবচেয়ে বেশী জানার কথা, আপনার নয়। সে কাউন্সিলের আহবায়ক হিসেবে আমি বলব- আপনার এ-কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাহকিক ছাড়া কথা বলা ঠিক নয়। আর সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য দুজন অত্যন্ত সম্মানিত প্রেসিডিয়াম সদস্যের সাথে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং এ চরম বেয়াদবী করেছে আপনার রাজনৈতিক গুরুরাই। আমাদের ব্যাপারে সে ধরণের প্রমাণ নেই। হ্যাঁ, আমরা সব সময় সাংবিধানিক নিয়মে আচরণ করেছি, অন্যদিকে আপনার রাজনৈতিক দোসররাই উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করা ও স্বার্থোদ্ধারের পথে সংগঠনের সংবিধানকে বাধা মনে করেছে- এটিকে 'কলাপাতা' বলে আখ্যায়িত করেছে।

ফতওয়া প্রণয়নের এ-রাজনৈতিক ভুমিকার শেষের দিকে এসে আপনি লিখেছেন- *"তারা দল থেকে বের হয়ে আলাদা অবস্থান গ্রহণ করে সেখান থেকে সুন্নীয়তের অগ্রযাত্রার পথে বাধা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো"*।

অল্প কিছু দিন আগের ইতিহাস অনুসন্ধান করলেই আপনি বুঝতে পারবেন, আসলে কারা সুন্নীয়তের অগ্রযাত্রার পথে বাধা ছিল, আর কারা এই অগ্রযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। সে ইতিহাসের জ্বলন্ত সাক্ষী মাঠের হাজার হাজার কর্মী এবং সাধারণ জনগণ। মিথ্যাচার করে সাময়িক বিভ্রান্তি ছড়ানো যাবে, কিন্তু ইতিহাস পাল্টানো যাবে না। আমরা দল হতে বের হইনি, বরং দলকে কু-চক্রীদের কালো হাতের আগল মুক্ত করে মাঠের সংগ্রামী কর্মীদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছি। সুন্নীয়তের অগ্রযাত্রায় সংগ্রামের রাজপথে আমরা ছিলাম, থাকব ইনশাআল্লাহ। বরং ভেবে দেখুন আপনাদেরই অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা নিছক চাকুরী রক্ষার খাতিরে আপনাদেরকে এতিম অসহায় অবস্থায় রেখে রাজনীতি করার খায়েশ বাদ দিয়ে দল থেকে বের হয়েও সুন্নীয়তের অগ্রযাত্রার পথে বাধা সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে মেতে আছে।

পাঠকবৃন্দ! একটি ফতওয়ার ভূমিকার অংশবিশেষ নিয়ে আমি এখানে কিছুটা আলোচনা করলাম, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে 'কাশফুল আসতার' এর ফতওয়াটি

নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এখানে ইব্রাহীম সাহেবের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জবাব দেয়া আমার যতটুকু না উদ্দেশ্য, তার চেয়ে বেশী উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্যমূলক ফতওয়ার পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড প্রমাণ করা। ফতওয়ার শুরুতেই এই রাজনৈতিক দ্বন্ধ সম্বলিত ভূমিকা পাঠ করলে যে কোন সাধারণ লোকই সহজেই বুঝতে পারবে যে, তিনি প্রচন্ড সাংগঠনিক দ্বন্ধ এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মাথায় রেখেই ব্যক্তিকে ঘায়েল করার জন্যই ধর্মীয় অনুভূতির অপপ্রয়োগ করে এই ভিত্তিহীন ফতওয়া রচনা করেছেন। রাজনীতিকে রাজনৈতিক ভাবেই মোকাবিলা করতে নৈতিকভাবে পরাস্ত হয়ে ইব্রাহীম সাহেব এবং তার ফতওয়ার নামে এই অনৈতিক শরীয়ত বিরোধী পথে পা বাড়িয়েছে।

এই পর্যন্ত গেল ইব্রাহীম সাহেবের কাশফুল আসতার আন কায়দিল আশরার (দুষ্ট লোকের স্বরূপ উম্মোচন) ফতওয়ার মূল স্বরূপ। তারা যথাযথ নাম রেখেছে এই ফতওয়ার। কারণ এর মাধ্যমে উনাদেরই দুষ্টামির স্বরূপ জনসম্মুখে উম্মোচিত হয়ে গেল। এই নাম তাদেরই চরিত্রের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রযোজ্য। কারণ যারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার দুষ্ট খেয়ালে রাছুলে করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামার মহান শান এবং খলিফাতুল মুসলিমীন আমিরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর সুমহান মর্যাদাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার অপকৌশল অবলম্বন করেছে, মূলতঃ তারাই প্রিয় নবী রাছুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামা এবং হযরত ফারুক আজম (রাঃ) এর শানে প্রচন্ড বেয়াদবী করেছে। আর 'কাশফুল আসতার আন কায়দিল আশরার' এর মাধ্যমে তাদের সেই অপরাজনীতির দুষ্টামি এবং নষ্টামিই উম্মোচিত হয়েছে কারণে নামটির মাধ্যমে তাদেরই দুষ্ট চরিত্র স্বলিখায় ফাঁস হয়ে পড়েছে। প্রিয় নবী হুজুর আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সুউচ্চ শান এবং সাহাবায়ে কেরামগণের সুমহান মর্যাদাকে নিজেদের অপরাজনীতির উপজীব্য হিসেবে যারা ব্যবহার করে, তারাই তো আসরার তথা দুষ্ট লোক। এদের শরারত (দুষ্টামি) হতে আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাই।

এবার আসুন, আমরা ফতওয়ার বিষয়ে পর্যালোচনায় যাই। মূল ফতওয়া নিয়ে পর্যালোচনার আগে এর সাথে সম্পৃক্ত অতীব প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়াবলী নিয়ে আমাকে একটু আলোচনা করতে হচ্ছে- যে গুলো ফতওয়া রচনার পূর্ব বিষয়।

ইব্রাহীম সাহেব তার ফতওয়ার প্রারম্ভে যে ইস্‌তিফ্‌তা বা ফতওয়া তলবের প্রশ্ন এনেছেন, তা নাম ঠিকানা বিহীন। এর কোন ফিকহী এবং প্রচলিত আইনগত ভিত্তি নেই। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, কতিপয় ব্যক্তি তাঁর নিকট নাকি ফতওয়া তলব করেছেন এবং ক্যাসেট পাঠিয়েছেন। এই কতিপয় ব্যক্তির নাম ধাম ঠিকানা ইস্‌তিফ্‌তার মধ্যে নাই এবং ভূমিকাতেও নাই। যার মাধ্যমে এসেছে শুধু তার

নামটাই ভূমিকায় উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি তো মাধ্যম মাত্র- ফতওয়া প্রার্থী নন্। অতএব এই ইস্‌তিফ্‌তা বা ফতওয়া তলবের পদ্ধতি এবং কারও বিরুদ্ধে প্রচারিত নাম ঠিকানাবিহীন উড়ো বিজ্ঞাপনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটা প্রচলিত আইনেও অপরাধ হিসেবেই গন্য। কারণ কুফরীর মত এই জঘন্য ফতওয়া তলবের দায়িত্ব কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে আসছে বলে ফতওয়া হতে প্রমাণ হয় না।

তা ছাড়া ফতওয়া তলবের মধ্যে জনৈক আলেম (বক্তা) এভাবে লিখা হয়েছে। সেখানে সুনির্দিষ্ট কোন নাম নেই। কিন্তু আমার সামাজিক মান-মর্যাদা নষ্ট করার অভিপ্রায়ে উক্ত ফতওয়াটি পুস্তিকাকারে বাজারে ছাড়বার আগে ইসতিফ্‌তার বক্তা শব্দের পরে তারকা চিহ্ন দিয়ে ফতওয়ার শেষে টিকাতে আমার নাম ও ঠিকানা দিয়েছেন এভাবে -

"উক্ত বক্তা (আলেম) হচ্ছেন মাওলানা জয়নুল আবেদীন জুবাইর, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট থেকে বদ আকিদা সহ বিভিন্ন কারণে বহিষ্কৃত, আগ্রাবাদ আবাসিক কলোনী চট্টগ্রাম।"

এখানেও তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বিষয় এনেছেন, যদ্বারা তার সম্পূর্ণ ফতওয়াটাই যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা পুনরায় তিনিই প্রমাণ করলেন। তাছাড়া বদ আকিদার কারণে আমি বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট হতে বহিষ্কৃত, এর কোন সাংগঠনিক প্রমাণ তিনি হাজির করতে পারবেন না। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। আর মিথ্যা বলার এবং লিখার অভ্যাস যে আলেমের আছে, তার ফতওয়ার কোনই মূল্য নাই। ওটা ফতওয়া নয়, বরং মিথ্যার এক নোংরা দলিল।

আর ফতওয়ার ইস্‌তিফ্‌তায় আমার নাম উহ্য রেখেছেন অপকৌশল হিসেবে- যাতে ব্লাকমেইল করে সরলমনা আলেমদের স্বাক্ষর আদায় করতে পারেন। কারণ ইস্‌তিফতায় আমার নাম থাকলে হয়তঃ অনেকেই স্বাক্ষর করবেন না। তাই তিনি আমার নাম বিহীন 'জনৈক আলেম' (বক্তা) লিখে পরে তারকা চিহ্নের মাধ্যমে টিকাতে আমার নাম জুড়ে দিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। যে আলেম এভাবে একটি শরয়ী ফতওয়া প্রণয়নে শরীয়তের আলেমগনের সাথে ইচ্ছাকৃত প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তার ফতওয়ার কি ভিত্তি আছে! এটি তাই ফতওয়া নামে ব্লাকমেইলিং ছাড়া আর কিছুই নয়।

এবার আসি আমার কাছে ইব্রাহীম সাহেবের দেয়া পত্রের প্রসঙ্গে। এখানে তিনি যে গুরুতর অন্যায়ের আশ্রয় নিয়েছেন, তা পাঠকমহলই মানবিক দৃষ্টিকোণ হতে বাছ-বিচার করবেন। প্রথম কথা হচ্ছে ইব্রাহীম সাহেবের পাঠানো কোন পত্রই আমি পাইনি। তিনি কাশফুল আসতার ফতওয়ার শেষ পৃষ্ঠায় ডাক যোগে রেজিষ্ট্রী চিঠির যে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের ফটোকপি সংযোজিত করেছেন তাতে উদ্দিষ্ট স্বাক্ষরটি আমার নয়। তা আমি তাকে নিশ্চিতভাবেই বলছি। তবে তার পাঠানো ঐ পত্রের

ফটোকপি আমি নানাজনের হাত থেকে একাধিক কপিই পেয়েছি। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ডাকযোগে রেজিষ্ট্রী করে পাঠানো একটা পত্র নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত। এটি সম্পর্কে প্রাপকেরও পূর্বে প্রেরকই জানবে এবং তারই কাছে এর কপি সংরক্ষিত এবং আমানত থাকবে। এটাই তার দায়িত্ব। তিনি লিখছেন, আমার কাছে তিনি পত্র পাঠিয়েছেন, কিন্তু অন্য দিকে আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে পত্রের হাজার হাজার ফটোকপি মাঠে-ময়দানে, চায়ের দোকানে, হাটে-বাজারে সর্বত্র বিলি করার আসল হেতু কি? এর দ্বারা আমার সামাজিক মর্যাদা নষ্ট করাই কি উনার আসল উদ্দেশ্য নয়? আমার কাছে একদিকে পত্র পাঠিয়ে অন্য দিকে এর ফটোকপি বিজ্ঞাপনের মতো বিলি করা- একজন দায়িত্বশীল মুফতি নয়, একজন গাঁও-গ্রামের অশিক্ষিত লোকের বিবেকেও বাধবে। এটি শুধু মানবিক নয়, অসামাজিকও বটে। আর এই ফতওয়া উক্ত অসামাজিক কার্যকলাপেরই বাস্তব নমুনা। যাক, রাস্তা-ঘাট হতে সে চিঠির ফটোকপি পড়ে উনার ষড়যন্ত্র আমার বুঝতে বাকি রইল না। চিঠিটা পড়ে আরও অবাক হলাম, আরে! এটি তো আমার প্রতি নোটিশ। উনি সেখানে নির্দেশ করেছেন- পত্র পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে লিখিত উত্তর দেয়ার জন্য। কি আশ্চর্য্য! উকিল না হয়েও উকিল ষ্টাইলে পত্রের নামে নোটিশ পাঠিয়ে তা আবার কপি করে বাজারে ছেড়ে দিলেন। অথচ ফতওয়ার ভূমিকায় লিখছেন *'বক্তার নিকট ভদ্রোচিত ভাষায় ও যথাযোগ্য সম্বোধন সহকারে পত্র দেয়া হলো।'* এটাই যদি হয় উনার দৃষ্টিতে ভদ্রতা, তাহলে অভদ্রতার অর্থ অভিধান হতে কেটে দিতে হবে।

তা ছাড়া তিনি তো অন্তরে কোন ষড়যন্ত্র লালন না করে থাকলে, আমার বাসায় এসেই বিষয়টা সরাসরি আলোচনা করতে পারতেন। উভয়ের বাসা তো একই শহরে। কমপক্ষে আমার সাথে টেলিফোনে বা মোবাইলে আলাপ করতে পারতেন, কারণ উনার সাথে আমার পূর্ব হতে তো সম্পর্ক আছে। এর কিছু দিন আগেও তিনি তাঁর মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ সহ অন্য একটি কাজে আমার বাসায় এসেছিলেন। যদিও দুঃখিত যে, আমি ছিলাম না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি যোগাযোগও করলেন না। ফোনে আলাপও করলেন না। অথচ আমাকে কুফরি ফতওয়া দেয়ার জন্য পত্রের বাহানায় কূট-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে অনেক আলেমের ঘরে ঘরে ধর্ণা দিলেন, উনার ফতওয়ার পক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহে। কি বিষয় উনাকে এত মত্ত করে দিল! তার বিচার সাধারণ মানুষের বিবেকের উপরই রাখলাম। কুফরি ফতওয়া রচনায় এত তাড়া হুড়া; এত গোপন চক্রান্ত এবং কূটকৌশল কোন দিনও নিরপেক্ষ বাছ-বিচার সম্পন্ন বিবেকের পরিচায়ক নয়। এগুলো ফতওয়া তৈরীর নীতিমালার সম্পূর্ণ খেলাফ বিধায় উক্ত ফতওয়া অগ্রহণযোগ্য এবং বর্জনীয়। উপরন্তু এ-ধরণের একটি কুফরির ফতওয়া রচনার পূর্বে যে আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে,

তা মুফতি হয়েও তিনি জানতেন না। অথবা জেনেও মনে চক্রান্ত থাকার কারণে চুপ থেকেই ফতওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ মুছলেহ উদ্দীন সাহেবই তাকে এই পত্র দিতে পরামর্শ দিয়েছেন। তা তিনি ভূমিকায় উল্লেখও করেছেন। কিন্তু তিনি তো আপনাকে নোটিশ পাঠাতেও বলেননি আর পত্রের নামে এত কূট-কৌশল এবং অমানবিক আচরণের আশ্রয় নিতেও পরামর্শ দেননি নিশ্চয়ই। আর ফতওয়ার পেছনে যে এত বড় একটা চক্রান্ত কাজ করছে, তা উনার জানার কথাও নয়। সেটি পরবর্তীতে তিনি দুঃখভরে আমার কাছে ব্যক্ত করে আমাকে দ্বীনের খেদমতে কাজ করে যাওয়ার সুপরামর্শ দিয়েছেন।

ফতওয়ার নামে চক্রান্তের নাটক এখানেই শেষ নয়। ইব্রাহীম সাহেব তার কাশফুল আসতার ফতওয়ার শুরুতেই যে ইস্তিফতা (ফতওয়া তলব) এনেছেন, সেটার সাথে আমার কাছে পাঠানো তার ঐ কথিত পত্রের নমুনা- যেটি উনার ফতওয়ার শেষে ছাপানো রয়েছে মোটেই মিল নেই। যে বিষয়ে কতিপয় ফতওয়া প্রার্থী ফতওয়া চেয়েছেন বলে তার পুস্তিকাতেই ইস্তিফতা আনা হয়েছে, তা হুবহু না পাঠিয়ে তার সাথে আরও কিছু অপ্রাসঙ্গিক মাছয়ালা জুড়ে দিয়ে নিজে একটা নতুন ইসতিফতা তৈরী করে আমাকে পত্রাকারে নোটিশ পাঠাবার এই নমুনা কপি কি এই কথা প্রমাণ করে না? যে আসলে তিনিই এই ইসতিফতা তৈরী করেছেন, আবার তিনিই মুফতি বনে ফতওয়া দিচ্ছেন। নতুবা যে কতিপয় ব্যক্তি ফতওয়া তলব করেছে সুনির্দিষ্ট মাছয়ালায়, তা পরিবর্তন করে নিজের ইচ্ছে মত আরও কিছু ঢুকিয়ে উদ্দেশ্যমূলক ফতওয়া তৈরী করার অনুমতি কোন মূফতির জন্য নেই। অতএব এই ফতওয়া যে ফতওয়া প্রণয়নের উছুলের (নীতি) খেলাফ, উদ্দেশ্যমূলক, প্রতারণামূলক, ফ্যাসাদ সৃষ্টিরই অপপ্রয়াস তা ইব্রাহীম সাহেবের সার্বিক আচরণ হতে সুস্পষ্ট। অতএব এই ফতওয়ার গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নই উঠে না। এ-জন্যই ফতোয়ায়ে হিন্দিয়াহ, মিফতাহ, সিরাজিয়া, দারমী এবং আছারে আবি ইউছুফের বরাতে মুফতি আমিমুল ইহছান বরকতী (রঃ) তার "আদাবুল মুফতি" কিতাবে লিখছেন-

ولذا لايجب الإفتاء فيما لم يقع ولاينبغى ان يحتج للفتوى إذا لم يسئل فيه وينبغى للمفتى أن لا ينازع أحدا ولا يخاصمه ولا يضيع أوقاته وعليه أن يشتغل بمصالح نفسه لا بقهر عدوه (أدب المفتى صـ ٢٢)

অর্থাৎ "এ-কারণে, যে ঘটনা সংগঠিত হয়নি, সে সম্পর্কে ফতওয়া প্রদান অনাবশ্যক, আর যে ফতওয়া চাওয়া হয়নি সেটার জন্য প্রমাণ খোঁজাখুঁজি করা মুফতির জন্য অনুচিত। আর মুফতির জন্য উচিৎ, কারও সাথে বাড়াবাড়ী না করা- ঝগড়া ফ্যাসাদ না করা এবং নিজের সময় নষ্ট না করা। আর তার জন্য

আবশ্যক, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেয়ে স্বীয় আত্মশুদ্ধির দিকে নিবদ্ধ থাকা।"
এবার আসুন, ইব্রাহীম সাহেব উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বিকৃত করা-ঐ ইস্তিফতার উপর মতামত চেয়ে প্রথমতঃ যে ১১ (এগার) জন আলেমের নিকট কপি পাঠিয়েছেন, তাঁদের নাম তাঁর কাশফুল আসতার হতে নিম্নে উদ্ধৃত করলাম-

মতামতের জন্য অবগতি কপি প্রেরিত ....

১। অধ্যক্ষ আল্লামা মোছলেহ উদ্দীন- ছোবহানিয়া আলীয়া মদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

২। অধ্যক্ষ আল্লামা আজিজুল হক আল কাদেরী- ছিপাতলী আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

৩। অধ্যক্ষ আল্লামা জালাল উদ্দীন আল-কাদেরী-জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।

৪। অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি ইদ্রিস রজভী- চরন্দীপ।

৫। অধ্যক্ষ আল্লামা সাখাওয়াত হোসেন- নেছারিয়া আলীয়া মদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

৬। উপাধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ ছগির ওছমানী- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া চট্টগ্রাম।

৭। অধ্যক্ষ আল্লামা মোসলেহ উদ্দীন আহমদ আল মাদানী- নানপুর গাউছিয়া মাদ্রাসা।

৮। উপাধ্যক্ষ আল্লামা খাইরুল্লাহ- শাহচান্দ আউলিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

৯। আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।

১০। আল্লামা রফিক উদ্দীন ছিদ্দিকী- নেছারিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

১১। অধ্যক্ষ আল্লামা আব্দুল খালেক আনোয়ারী- কদুরখীল সিনিয়র মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

(কাশফুল আসতার এর শেষের দিকে, পৃষ্টা নং নাই)

উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক ভাবে উক্ত ১১ (এগার) জন আলেমের মতামত চেয়ে তিনি ইসতিফতার কপি পাঠিয়েছেন এ মনে করে যে, এরা কেউ সরাসরি বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট তথা রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নন। অতএব এদের মতামত আদায় করতে পারলে হয়তঃ উনার রাজনৈতিক চক্রান্তকে আড়াল করতে পারবেন। কিন্তু দেশ খ্যাত ১১ (এগার) জন আলেমের মধ্যে ৭ (সাত) জনই ঐ ফতওয়ার পক্ষে মতামতও পেশ করেননি এবং স্বাক্ষরও তিনি তাদের নিকট হতে শত চেষ্টা করেও আদায় করতে পারেন নি। বরং উনারাও তার ফতওয়ার এই উদ্যোগকে মৌখিক আলোচনায় ফতওয়া প্রদানের নিয়মের খেলাফ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধুমাত্র ৪ (চার) জন ফতওয়ায় স্বাক্ষর করেছেন। তম্মধ্যে অধ্যক্ষ আল্লামা মোছলেহ উদ্দীন ছাহেবের সামনে নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসার অফিসেই অধ্যক্ষ আল্লামা সাখাওয়াত হোসেন বিষয়টির অবতারণা করলে ১০/১২ জন মুহাদ্দিসের সামনে তিনি মন্তব্য করলেন, আমি জয়নুল আবেদীন জুবাইরকে কাফির ফতওয়া দেইনি। স্বাক্ষর করলেও

সেখানে ওর নামই ছিল না। আর বিষয়টি যে ভিন্ন, তা আমি তখন অনুভবও করিনি। উপরন্তু অধ্যক্ষ আল্লামা মোসলেহউদ্দিন সাহেব স্বীয় স্বাক্ষরের জন্য আন্তরিক দুঃখও প্রকাশ করলেন। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ওয়াজিউল্লাহ হলে একটি সেমিনারে তিনি আমাকে কাছে বসিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিলেন, আর রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়ে আরও বেশী লেখা পড়া করার তাগিদ দিয়ে বললেন- এসব বিতর্ক নিয়ে সময় নষ্ট না করে তুমি খেদমত করে যাও। উল্লেখ্য যে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ায় আমার ছাত্র জীবনেও তিনি আমাকে ক্লাশের বাইরের বিভিন্ন কিতাব পড়াতেন এবং তখন হতেই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা দিতেন। এই স্মৃতি আমাকে আজকের এই পিচ্ছিল রাজনীতির ময়দানে এখনও সাহস যোগায়।

এখানে একটি মিথ্যাচার সম্পর্কে না বললেই নয়। ইব্রাহীম সাহেব এদের মতামত এবং স্বাক্ষর আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে স্বরূপে আবার আবির্ভূত হলেন। তিনি ফতওয়ার ভূমিকায় অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল- কাদেরী (মাঃ জিঃআঃ) এবং অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ আজিজুল হক আল-কাদেরী (মাঃ জিঃআঃ)'র দুটি মন্তব্য আমার বিরুদ্ধে এনে আর একটি ব্লাকমেইলের আশ্রয় নিলেন। অথচ এ দু'জনের এ-জাতীয় মন্তব্যের কোন ডকুমেন্ট তিনি দেখাতে পারবেন না। পাঠক বৃন্দ! প্রয়োজনে এ-দুজন দেশ বরেণ্য আলেমের সাথে এ-বিষয়ে যোগাযোগ করেও ইব্রাহীম সাহেবের মিথ্যাচার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন।

এখানে স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ সুলায়মান আনছারী ছাহেবের যে মন্তব্য ইব্রাহীম সাহেব উনার ফাতওয়ার ভুমিকায় এনেছেন, তা সম্পর্কেও না বললেই নয়। আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার সম্মানিত সহ সভাপতি জনাব আলহাজ্ব এম. এ. ওহাব আল-কাদেরীর ছেলে অধ্যাপক এ. এস. এম. বুরহান উদ্দীনের বিয়েতে আমি আমন্ত্রিত হই। সেখানে খাওয়ার টেবিলে আরও কয়েকজন আলেম এবং অন্যান্য মেহমানদের উপস্থিতিতে উক্ত ফতওয়ার বিষয়টি আলোচনায় আসে অনেক বিষয়ের সাথে। ইব্রাহীম সাহেব খাওয়ার টেবিলের ঐ আলোচনায় ছিলেন না বা ঐ বিয়েতেও দেখিনি তাঁকে। কিন্তু মাওলানা হাফেজ সুলাইমান আনছারীর দিকে নিছবত করে আমার সম্পর্কে যে উক্তি তিনি ভূমিকায় এনেছেন, তা হচ্ছে *"আপনি যেখানে ভুল স্বীকার করে ও তাওবা করে ছাড় পাওয়া মুশকিল হবে"* সেখানে এখনো কি প্রশ্নের সুরে কথা বলছেন? আসলে ইব্রাহীম সাহেব ওখানে উপস্থিত না থেকেও এ-জাতীয় কথা কোথা থেকে শুনলেন? এ ধরণের কথা কি মাওলানা আনছারী সাহেব উনাকে বলেছেন? কিন্তু আমি তো আনছারী সাহেবকে একজন শরীফ ব্যক্তি এবং মুহাক্কিক আলিম হিসেবেই শ্রদ্ধা

করি। সেদিন খাওয়ার টেবিলেও তিনি অত্যন্ত ভদ্র আচরণ নিয়ে কথা বলেছেন। এমনকি তার কিছুদিন পর হাটহাজারী একটি বিয়েতে আমি আসব শুনে বর তাঁর নিজের এলাকার আপনজন হওয়া সত্ত্বেও আকদ পড়াবার বিষয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করতে বললেন সবাইকে। এতে অনেক বিলম্ব হলেও তিনি নিজেও বসেছিলেন এবং সবাইকে ধৈর্য্য ধারণ করতে বললেন। আমি উনাকেই আকদ পড়াতে অনুরোধ করলে তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি খুতবা পড়ব আর আপনি ইজাব কবুল করাবেন। তাই-ই হলো। আলেমদের একে অন্যের প্রতি এরকম শ্রদ্ধাই থাকা উচিৎ। অথচ ইব্রাহীম সাহেব এখানেও শরীফ মুহাক্কিক আলিম মাওলানা সোলায়মান আনছারীর দিকে মিথ্যা কথার নিছবত করেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে ইব্রাহীম সাহেবের ভয়ে হাটে-বাজারে, চায়ের টেবিল, খাওয়ার টেবিল কোথাও কিছু বলা যাবে না। পাছে যদি উনি ফতওয়া তৈরী করে ছাপিয়ে দেন। এতই সস্তা আজকালকার কতিপয় মুফতির ফতওয়া।

এখন আসুন, ঐ সকল সম্মানিত আলেম সম্পর্কে; যারা এই ফতওয়ায় স্বাক্ষর করেছেন। এদের মোট সংখ্যা ২৩ (তেইশ) জন। এদের প্রত্যেকের প্রতিই আমার পূর্ণ ইহ্তেরাম রয়েছে। কিন্তু এ-সকল সরলমনা আলেমগণের নিকট ফতওয়া প্রণয়নের মূল চক্রান্ত অজানা থাকার কারণে এবং সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্ধের বিষয়ে তাঁরা অবগত না থাকার কারণে অনেকটা প্রতারণার মাধ্যমে স্বাক্ষর আদায় করা হয়েছে। যা স্বাক্ষরকারীদের অনেকেই পরে আমার কাছে ব্যক্ত করেন।

যাই হউক, এরপরও আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল আলেমগণের প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। ইব্রাহীম সাহেবের ফতওয়া প্রণয়নের মূল ভিত্তি হচ্ছে যান্ত্রিক ক্যাসেট, যা প্রযুক্তির এ যুগে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার অবকাশ আছে বিধায় এটি মুহতামাল বা সন্দেহযুক্ত। যেটি দিয়ে শরীয়তের কোন বিধান সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত করা যায় না। কুফরীর মত ফতওয়া প্রণয়ন তো মোটেই নয়। যেমন ফিক্হ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কায়েদা হলো -

الحدود تدرأ بالشبهات (الأشباه والنظائر صف ١٩)

অর্থাৎ- সন্দেহের কারণে হুদুদ বা দণ্ডবিধি রহিত হয়ে যায়।

এ-প্রসঙ্গে ফতওয়ায়ে তাতারখানীয়ার মন্তব্য আরও পরিস্কার-

وفى التاتارخانية لايكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية العقوبة فيستدعى نهاية فى الجناية ومع الإحتمال لانهاية (البحر الرائق ج / ٥ صفحه ١٣٤)

অর্থাৎ- 'তাতার খানীয়া' নামক কিতাবে আছে- সন্দেহযুক্ত কথা দ্বারা কাউকে কাফির ফতওয়া দেয়া যায় না। কেননা কুফরীর শাস্তি সবচেয়ে বড়। আর বড়

শাস্তি বড় অপরাধেরই দাবী রাখে। আর সন্দেহের অবকাশ থাকলে বড় অপরাধ সাব্যস্ত হয় না। অতএব সন্দেহযুক্ত ক্যাসেট কুফরির মত একটি বিষয় প্রমাণের ভিত্তি হতে পারে না। এখন আসুন ইব্রাহীম সাহেব ইস্তিফতা তথা ফতওয়া তলবের প্রশ্নের আলোকে উনার জওয়াবের প্রথমেই বলে ফেললেন, *উল্লেখিত বক্তব্যের মধ্যে কয়েকটি 'কুফরী উক্তি' ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং ইসলামী শরীয়তের ফয়সালা মোতাবেক বক্তাকে কাফির মুরতাদ বলা হবে।*

অতঃপর তিনি ধারাবাহিকভাবে তিনটি কুফরী উক্তির বর্ণনা দিয়েছেন, আমি সেগুলোর প্রত্যেকটির বিষয়ে নিম্নে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

ইব্রাহীম সাহেবের মতে আমার উক্তি-

১। বক্তা তার বক্তব্যের মধ্যে পরিস্কার ভাষায় রাসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামা এর দোআ কবুল হয়নি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইব্রাহীম সাহেবের এ-দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মারাত্মক অপবাদ। উক্ত বিষয়ে আমার পরিষ্কার বক্তব্য হল- এ জাতীয় কোন উক্তি আমার তাকরীরের মধ্যে ছিলনা। বরং উক্ত বিষয়ে আমার সুস্পষ্ট আকিদা হচ্ছে- আল্লাহর রাছুল মুহতাজাবুদ দা'ওয়াত। তাঁর দোয়া আল্লাহর দরবারে নিশ্চিতভাবে কবুল। আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের এই আকিদায় আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। আমার লিখিত বিভিন্ন কিতাবও উক্ত বিষয়ে আমার আকিদা প্রমাণ করছে। অতএব এ-বিষয়ে অপব্যাখ্যার কোন সুযোগ নেই। বরং উক্ত বক্তব্যের প্রারম্ভ থেকেই আমি قد نرى تقلب وجهك فى السماء এই আয়াতের আলোকে রাছুল (দঃ) এর দোয়া যে আল্লাহর দরবারে নিশ্চিতভাবে কবুল তাই, তাকরীর করে আসছিলাম। মূলতঃ উদ্দেশ্যমূলক ফতওয়া তৈরী করার অপপ্রয়াসে উক্ত কুফরী উক্তি ইব্রাহীম সাহেব নিজেই আবিষ্কার করলেন। অতএব উনার ফতওয়া উনারই প্রতি ধাবিত হবে। আমার বক্তব্যের কোথাও এ-জাতীয় উক্তির লেশমাত্রও নেই। বরং আমার বক্তব্যের মধ্যে তো পরিষ্কার ভাবে এ-কথাই আছে-আল্লাহ সায়্যিদুনা ওমর ফারুক (রাঃ) কে কবুল করলেন। (নাউজুবিল্লাহ) দোয়া কবুল না হলে তো কেউই ঈমান আনত না। আর আবু জাহ্লের ঈমান না আনাও প্রিয় নবী (দঃ) এর দোয়া কবুল না হওয়ার দলিল নয়। (নাউজুবিল্লাহ) এটা مشيت الهى বা খোদায়ী ইচ্ছা। এটা ওরই বদ তাকদীর। পরবর্তীতে আবু জাহ্লের পুত্র হযরত একরাম (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ আল্লাহর রাসুলের উক্ত দোয়ারই কবুলিয়াতের প্রমাণ।

আবু জাহ্‌লসহ অন্যান্য কাফেরদের ঈমান না আনার বিষয়ে আল্লামা গোলাম রসুল সাঈদী তাঁর কৃত শরহে ছহীহ মুসলিমের মধ্যে চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন-

قران کریم کی ایك ایت میں الله تعالی نے إرشاد فرمایا انك لتهدی إلی صراط مستقیم (یعنی) بلا شك وشبه آپ یقینا صراط مستقیم کی هدایت دیتے هیں -

اس کے برخلاف ایت نمبر ٣٨/٥٦ میں هے أنت لاتهدی من أحببت آیا آپ جسکو چاهیں اُسے هدایت نیهں دیتے -

پهلی آیت میں هدایت دینے کا ثبوت اور دوسری میں اسکی نفیٰ هے - أن میں تطبیق أسطرح هوگی که نفی هدایت پیدا کرنے کی هے اور ثبوت هدایت نافذ کرنے کا هے یعنی جس کے حق میں الله تعالی هدایت فرما دیتاهے - آپ أسکے اندر هدایت نافذ کردیتے هیں (شرح صحیح مسلم شریف کتاب الایمان ج/١ صفحه ١١٨)

অর্থাৎ- কুরআনুল কারীমের একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন, 'নিঃসন্দেহে আপনি ছেরাতে মুস্তাকিমের প্রতি হেদায়ত করেন।' অন্যদিকে আর একটি আয়াতে এরশাদ হয়েছে 'আপনি যাকে চান-তাকে হেদায়ত দিতে পারেন না' এখানে প্রথম আয়াতে হেদায়ত দেয়ার প্রমাণ আর দ্বিতীয়টির মধ্যে তার নফি (না দেয়া) ব্যক্ত হয়েছে। এতে সমন্বয় এভাবে হবে যে, হেদায়ত পয়দা করাকে নফি করা হয়েছে। অন্যদিকে হেদায়ত বাস্তবায়ন করাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা হেদায়ত দিয়েছেন, প্রিয় নবী (দঃ) তা বাস্তবায়ন করেছেন।

অতএব প্রিয়নবী (দঃ) এর দোয়ার পরও আবু জাহলের ঈমান না আনা প্রিয়নবী (দঃ) এর দোয়া কবুল না হওয়ার মোটেই দলিল নয়। আর এ-জাতীয় উক্তি আমি করিও নাই। বরং এটি মুফতি সাহেবেরই উদ্দেশ্যমূলক বানানো উক্তি। তাছাড়া এ জাতীয় সাজানো মাছয়ালার তলবও ইস্‌তিফতার মধ্যে অনুপস্থিত। ইব্রাহীম সাহেব নিজেই ইস্‌তেফতায় নেই এমন একটি বিষয় নিজের খারাপ উদ্দেশ্য থেকে তৈরী করে এনে কুফরীর ফতওয়া চাপিয়ে দিচ্ছেন গায়ের জোরেই। এখানে মুফতি আমিমুল ইহছান বরকতী (রঃ) এর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন-

ولذا لایجب الافتاء فیما لم یقع ولا ینبغی ان یحتج للفتوی إذا لم یسئل فیه (أدب المفتی صفحه ٢٢)

অর্থাৎ- এ কারণে যে ঘটনা সংগঠিত হয়নি, সে সম্পর্কে ফতওয়া প্রদান অনাবশ্যক। আর যে ফতওয়া চাওয়া হয়নি সেটার জন্য প্রমাণ খোঁজাখুঁজি করা মুফতির জন্য অনুচিত।

অতএব ইব্রাহীম সাহেবের এই প্রথম অভিযোগ সম্পূর্ণই মিথ্যা, ভিত্তিহীন, ষড়যন্ত্রমূলক, তোহমত এবং অপ্রাসঙ্গিক অবতারণা। এই মাছয়ালায় আমার অনুবাদকৃত شان حبیب الرحمن (মূলঃ মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী) সহ অন্যান্য প্রণীত কিতাব আমার স্বচ্ছ আকিদারই পরিষ্কার দলিল।

বরং অত্যন্ত দুঃখজনক যে, ইব্রাহীম সাহেব উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার উপর কুফরী ফতওয়া দিতে গিয়ে নিজেই ওহাবীদের মত প্রিয় নবী (দঃ) এর দোয়ার সাথে এমন একটি উদাহরণ টেনে আনলেন, যা উদ্ভট, অপ্রাসঙ্গিক এবং নবীর শানে চরম বেআদবীর শামিল।

বক্তার বক্তব্যে নবীকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে মেনে নেয়া হয়নি- *"এ প্রসঙ্গে ইব্রাহীম সাহেব বলছেন- "কারণ তিনি বলেছেন- নবীর অন্তরের নজর ছিলো মুরুব্বী ওমরের দিকে, কিন্তু আল্লাহ কবুল করলেন জুনিয়র ওমরকে- কথাটি এমন হলো- আমি (ইব্রাহীম) একজন বুড়ো লোকের চাকুরী কামনা করে দোআ করেছি- চাকুরী হয়ে গেলো অন্য একজন তরুণ প্রভাবশালী ব্যক্তির।"*

নাউজুবিল্লাহ। প্রিয় নবী (দঃ) এর দোয়া সম্পর্কিত মাছয়ালার সাথে ইব্রাহীম সাহেব কি উদ্ভট উদাহরণের অবতারণা করলেন। আবু জাহলের ইসলাম কবুলের জন্য রাছুলে করীম (দঃ) এর দোয়ার সাথে ইব্রাহীম সাহেবের বয়স্ক লোকের চাকুরী কামনা করে দোয়া করা কি এক কথা? কিন্তু তিনি তো নিজে কারও চাকুরীর জন্য দোয়া করাকে প্রিয় নবী (দঃ) এর আবু জাহলের ইসলামের জন্য দোয়া করার সাথে সমপর্যায়ে নিয়ে আসলেন, তাই নয় কি? কারণ তিনি উদাহরণটি দিয়ে বলেছেন- *অনুরূপভাবে বক্তার কথাও এমনি হলো।*

অর্থাৎ- রাসুলে করীম (দঃ) আর ইব্রাহীম সাহেব ইসলাম কবুলের দোয়া আর চাকুরী প্রাপ্তির দোয়া, রাসুলের দোয়া কবুল না হওয়ার আকিদা আর তার দোয়া কবুল না হওয়ার আকিদা বিষয়গুলো এক করে বুঝানোর জন্যই- তিনি 'অনুরূপ' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

উল্লেখ্য যে, আশ্রাফ আলী থানভীও তো তার লিখিত কিতাব হেফজুল ঈমান এর মধ্যে হুজুর পাক (দঃ) এর ইলমে গায়েবের বর্ণনায় উদাহরণ দিতে গিয়ে 'অনুরূপ'শব্দ ব্যবহার করায় আরব আজমের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামগণ তাকে কাফের ফতওয়া দিয়েছিলেন। এখন ইব্রাহীম সাহেবের কি অবস্থা হবে? আরেকজনের জন্য কুফরীর গর্ত খুড়তে গিয়ে নিজেই তো সে কুফরীর গর্তে পতিত হয়েছেন।

ইব্রাহীম সাহেব তার ফতওয়ায় দ্বিতীয় কুফরীর অভিযোগ এনে আমার বিরুদ্ধে রাছুলে পাক (দঃ) এর ইলমকে অস্বীকার করার বিষয় এনে বললেন-"রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর যথাযোগ্য ইল্‌মকে অস্বীকার করা হয়েছে।- -------------------------।"

ইব্রাহীম সাহেবের এই দ্বিতীয় অভিযোগটিও প্রথমটিরই অনুরূপ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। ইসতিফতার মধ্যে প্রিয় নবী (দঃ)'র ইলমে গায়ব সম্পর্কীয় কোন প্রসঙ্গই সেই কতিপয় ফতওয়া প্রার্থীরা আনেননি। এটি ইব্রাহীম সাহেবেরই ইচ্ছাকৃত অপপ্রয়াস। অতএব এ- বিষয়ে ফতওয়ার অবতারণা আদাবুল মুফতির উক্ত উছুলেরই খেলাফ। যেটি প্রথম মাছয়ালার উত্তরে আমি উল্লেখ করেছি।

তা ছাড়া কারও ঈমান না আনার সাথে প্রিয় নবী (দঃ) এর দোয়া কবুল না হওয়ার প্রসঙ্গ অথবা ইলম গায়েবের প্রসঙ্গ টেনে আনা একেবারেই অহেতুক। তা আমি ইতোপূর্বে ছাবেত করে এসেছি। হুজুর আকরম (দঃ) তো রাহমাতুল্লিল আলামীন, বিশ্বজগতের হাদী। তিনি তো সকলেরই ঈমানের জন্য দোয়া করেছেন। হেদায়ত করেছেন, কিন্তু যারা ঈমান আনলোনা তজ্জন্য হুজুর আকরম (দঃ) এর দোয়া কবুল না হওয়ার প্রশ্ন বা তাঁদের ঈমান না আনার ব্যাপারে নবীর যথাযোগ্য ইলম অস্বীকার করার প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। হুজুর আকরম (দঃ) এর ইলম গায়েবের বিষয়েও আমি আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের আকায়েদের উপর দৃঢ়। আল্লাহ তাআলা তাঁর পেয়ারা মাহবুব (দঃ) কে 'ইলমে মা কানা ওয়া মা ইয়াকুন' তথা আদ্যোপান্ত সকল ইলম দান করেছেন। এটিই আমার আকিদা।

এ-বিষয়ে আমি আলা হজরত ইমাম আহমদ রজা খাঁ বেরলভী (রাঃ) এর আরব আজমে সাড়া জাগানো الدولة المكية بالمادة الغيبية কিতাবের বাংলা অনুবাদও করেছি। যেটি যন্ত্রস্থ আছে এবং অচিরেই প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। অতএব ইব্রাহীম সাহেবের পক্ষ হতে প্রিয় নবী (দঃ) এর ইলমে গায়েবের ব্যাপারে কুফরীর দ্বিতীয় অভিযোগ একেবারেই অবান্তর, অবাস্তব,

অপ্রাসঙ্গিক এবং সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

ইব্রাহীম সাহেবের তৃতীয় অভিযোগটিও অবান্তর, আমার বক্তব্যের রূপান্তর এবং অপবাদ মাত্র। খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ফারুক আজম (রাঃ) এর প্রতি আমার পূর্ণ ইহ্‌তেরাম আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার উপরই প্রতিষ্ঠিত। ঐ দিনকার অবিকৃত বক্তব্যও তাঁরই প্রমাণ। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমার বক্তব্যকে বিকৃত এবং অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। সায়্যিদুনা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইব্রাহীম সাহেব আমার পঠিত اللهم أيد الاسلام باحد العمرين নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে মোল্লা আলী ক্বারী (রাঃ) এর মন্তব্য এনেছেন-

وأما مايدور على الا لسنة من قوله (اللهم أيد الإسلام باحد العمرين) فلا اعلم له أصلا -

অর্থাৎ- *আর তাঁর রাছুল (দঃ) একথা (আল্লাহ! দু'উমরের যে কোন একজনকে দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী কর) আমি এর সনদ জানিনা।*

উক্ত বিষয়ে মুহাদ্দিছগণের পর্যালোচনা পেশ করা হলে প্রমাণিত হবে যে, ইব্রাহীম সাহেবের উক্ত বক্তব্যের পরও এটি নিয়ে আমার বক্তব্যকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে কুফরীর ছুরত বের করার প্রেক্ষাপট তৈরীর কোন অবকাশ নাই। কেননা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এর উক্ত ইবারতের মধ্যে দু'টো দিক আছে। যথা

১। فلا اعلم له أصلا

২। وأما ما يدور على الألسنة

এখন দেখুন, মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) হাদীছটির সনদ সম্পর্কে فلا اعلم له اصلا বলেছেন। কিন্তু তিনি অকাট্য ভাবে فلا اصله له বলেননি। অর্থাৎ মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) হাদীছখানার সনদ জানেন না বলেছেন। কিন্তু তিনি হাদীছখানার কোন সনদ নেই, এটা অকাট্যভাবে বলেননি। অতএব উক্ত মন্তব্য দ্বারা হাদীছের সত্ত্বা রহিত হতে পারে না।

বরং মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এর মন্তব্য وأما مايدور على الألسنة দ্বারা হাদিছটি যে মশহুর, তাই-ই প্রমাণিত হয়। কেননা ছহী বুখারী শরীফের বিখ্যাত শারেহ আল্লামা ইবনে হাজার আছকালানী (রঃ) উছুলে হাদীসের সুবিখ্যাত কিতাব نخبة الفكر এর মধ্যে বলেন-

والمشهور يطلق على ماحررنا وعلى ما إشتهر على الالسنة فيشمل ماله إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له اسناد أصلا - (نخبة الفكر صفحہ ١٣)

অর্থাৎ- 'হাদীছে মশহুর হল যা আমি উল্লেখ করেছি এবং ঐ সকল হাদীছ যা মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। এর এক বা একাধিক সনদ থাকুক অথবা মোটেই সনদ পাওয়া না যাক।

অতএব বুঝা গেল, আমার উদ্ধৃত উক্ত হাদীছখানার সনদ ইব্রাহীম সাহেবের মতে না থাকলেও এটি মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এর ইবারত অনুযায়ী মুহাদ্দিছগণের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি পাওয়ায় উছুলে হাদীছের উক্ত কায়েদা অনুযায়ী তা হাদীছে মশহুর হিসেবেই বিবেচিত। আল্লামা ইবনে হাজার আছকালানীর মন্তব্য হতে এটিই সুপ্রমাণিত।

حاشية نخبة الفكر এর মধ্যে এ জাতীয় আরও কিছু হাদীছের মেছালও পেশ করা হয়েছে। যেমন-

(١) لولاك لما خلقت الافلاك ·

(٢) سين بلال عند الله شين ·

(٣) إذا جاءكم حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا فردوه (حاشية نخبة الفكر صفحہ ١٣)·

উক্ত হাদীছগুলোর সনদ পাওয়া না গেলেও মুহাদ্দীছগণের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি পাওয়ার কারণে এগুলো হাদীছে মাশহুরের পর্যায়ভুক্ত। অতএব ইস্‌তিফতায় উল্লেখিত হাদীছখানা নিয়ে অহেতুক বিতর্ক এনে আমার বিরুদ্ধে ইব্রাহীম সাহেবের কুফরী ফতওয়া বের করার অপচেষ্টা ভিত্তিহীন।

আর 'রাছুলের অন্তরের নজর ছিল মুরুব্বী ওমরের দিকে' একথাটিকে ইব্রাহীম সাহেব অপব্যাখ্যা করতঃ তার ফতওয়ার ভিত্তি তৈরী করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, এ-উক্তি দ্বারা এ-কথা বুঝানোই আমার উদ্দেশ্য যে, রাছুলে করিম (দঃ) এর নজর ঈমান আনার ব্যাপারে সায়্যিদুনা হয়রত ওমর ফারুক (রাঃ) এর প্রতি ছিল না, ছিল আবু জাহলের প্রতি। আসলে আমার তা মোটেই ইরাদা নয়, কথা বলার মূখ্য উদ্দেশ্যও তা নয়। হযরত উমর ফারুক (রাঃ)'র প্রতি রাসূল (দঃ)'র অন্তরের নজর ছিল না- এজাতীয় কথা আমি বলিনি। সেটা তিনি আমার যথাযথ মূল ক্যাসেটের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত

পুরোটাই হিংসামুক্ত আন্তরিক মন নিয়ে শুনলেই অনুধাবন করতে পারতেন কিন্তু তা তো তিনি করেননি চক্রান্তের চক্রজালে আবদ্ধ হওয়ার কারণে। ইসলামের প্রথম দিকে কাফিরদের হেদায়তে এবং দ্বীনের প্রচার-প্রসারে রাছুলের অন্তর এত ব্যাকুল ছিল যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব (দঃ) কে সান্তনা দিলেন এভাবে-

فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا

অর্থাৎ- যদি তারা এই বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনে, তবে তাদের (ঈমানের) জন্য সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। (সূরা কাহাফ)

উপরন্তু প্রিয় নবী (দঃ) হচ্ছেন রাহমাতুল লিল আলামীন, বিশ্ব মানবতার হাদী, সকলেরই জন্য রহমত। শুধু আবু জাহল কেন, গোটা সৃষ্টি কুলের দিকেই প্রিয় নবী (দঃ) এর নজর করম এবং রহমত ব্যাপৃত। এটিই তো হুজুর আকরম (দঃ) এর মহান শান। যেমন এরশাদ হচ্ছে قل يايها الناس إنى رسول الله اليكم جميعا অর্থাৎ আপনি বলুন হে মানব সকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত- (সুরা আ'রাফ আয়াত ১৫৮)

প্রিয়নবী (দঃ) এরশাদ করেছেন- أرسلت إلى الخلق كافة -

অর্থাৎ- 'আমি সমস্ত সৃষ্টির প্রতিই প্রেরিত।' এমনকি যখন হুজুর পাক (দঃ) আবু জাহলকে একাও দেখতেন তখনও যে তার হেদায়েতের জন্য দোয়া করতেন। তা নিম্নোক্ত হাদীস

أخرج إبن سعد بسند حسن عن سعيد بن المسيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا راى عمر او أباجهل قال اللهم أشدد دينك باحبهما إليك (الاصابة فى تميز الصحابة جلد ٢ ص ٢٨٠) .

দ্বারা প্রমাণিত-

অর্থাৎ- ইবনে সা'দ হাসান সনদে হযরত সায়ীদ বিন মুছাইয়াব হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল (দঃ) ওমর অথবা আবু জাহ্‌ল যে কাউকে যখন দেখতেন, তখন দোয়া করতেন- হে আল্লাহ! দু'জনের যে জন তোমার কাছে প্রিয়, তার দ্বারা তোমার দ্বীনকে শক্তিশালী কর। (আল- ইছাবা ফি তমিজিস্ সাহাবা ২য় খন্ড, পৃঃ ২৮০)

অতএব আবু জাহ্‌ল এর জন্যও দোয়া করা-এটি তাঁর নবুয়্যতের মহান শানের পরিপন্থী নয়। বরং এটিই রাহমাতুল্লিল আলামীনের মহান শানেরই প্রকাশ।

ইব্রাহীম সাহেব বলেছেন- হাদীস বিশারদদের অভিমত হল- আবু জাহলকে আলাদা করে বাদ দেয়ার জন্য তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। দু'জনের মধ্যে যে কোন একজনের ইসলাম গ্রহণ কামনার্থে নয়; ইব্রাহীম সাহেব তার দলিল এনেছেন এভাবে-

كما روى عن ابن عبـاس رضى الله عنهمـا عن النبى صلى الله عليـه وسلم قـال : اللهم اعـز الاسـلام بابى جـهل بن هشـام او بعـمر بن الخطاب (قال العلامة ملا على القارى الحنفى فى المرقاة او للتنويع لا للشك ولا يبعد ان تكون بل للاضراب)

অর্থাৎ- যেমন ইব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) হুজুর আকরম (দঃ) হতে রেওয়ায়েত করছেন, তিনি বলেছেন- হে আল্লাহ! ইসলামকে ইজ্জত দাও আবু জাহ্‌ল বিন হিশাম অথবা ওমর ইবনে খাত্তাব দ্বারা (আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানফী মিরকাতে বলছেন; او অব্যয়টি তানবি-এর জন্য, সন্দেহের জন্য নয়। আর اضـراب এর অর্থে بل হওয়াটাও অসম্ভব নয়।

ইব্রাহীম সাহেবের এ অভিমত এবং মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এর দলিল খু-বই সুন্দর, কিন্তু এতে ভিন্ন বিপত্তি আছে। যেমন আল্লামা ইবনে হাজার আছকালানী (রঃ) الاصابة فى تميز الصحابة নামক কিতাবে সায়্যিদুনা হযরত ওমর (রাঃ) এর জীবনালেখ্য দারে কুতনীর রেফারেন্সে বর্ণনা করেন-

اخرج الدار قطنى من رواية القاسم بن عثمان عن أنس رفعه اللهم اعز الدين بعمر او بعمروبن هشام .

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! দ্বীনকে শক্তিশালী করুন ওমর অথবা আমর ইবনে হিশাম দ্বারা।

অতএব এখানে মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এর নিজস্ব এই মত তথা-

او للتنويع لا للشك ولا يبعد ان تكون بل للاضراب

এর কায়েদাকে যদি সর্বোতভাবে গ্রহণ করা হয়, তখন নাউজুবিল্লাহ! অর্থ দাঁড়াবে, হে আল্লাহ! দ্বীনকে শক্তিশালী করুন ওমর বিন খাত্তাব নয় বরং আমার বিন হিশাম (আবু জাহল) দ্বারা। এ ক্ষেত্রে কায়েদা এবং ফতওয়া তো জনাব ইব্রাহীমের বিরুদ্ধেই পতিত হবে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)'র শানে বেয়াদবীর জন্য। এ বিপত্তি অত্যন্ত মারাত্মক। আল্লাহর রাসুলের অন্তরের নজর আবু জাহলের দিকে বলাতে উনি ক্ষেপেছেন না বুঝে, আর আমার বিরুদ্ধে এ থেকে উদ্দেশ্যমূলক ফতওয়া তৈরী করতে গিয়ে প্রকারান্তরে নিজের পেশ করা কায়েদার আলোকেই নিজের খননকৃত কুফরীর গর্তে নিজেই পতিত হয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক।

কারণ উনার দলিল দ্বারাই এই বিপত্তির সৃষ্টি হলো যে, আল্লাহর রাছুল দোয়া করলেন- হে আল্লাহ! আমর বিন হিশামকে দিয়ে দ্বীনকে শক্তিশালী কর, ওমরকে দিয়ে নয়। (নাউজুবিল্লাহ) তাছাড়া মোল্লা আলী ক্বা'রীর উক্ত বিশ্লেষণ কিয়ামী হওয়ার কারণে দলীলে জন্নী বিধায় এটি দিয়ে কুফরী সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। অতএব ইব্রাহীম সাহেবের এ-জাতীয় দলীল আপন আপন জায়গায় সঠিক হলেও এ-ক্ষেত্রে তিনি তার অপপ্রয়োগ করে মারাত্মক বিপত্তি সৃষ্টি করেছেন বৈকি!

ইব্রাহীম সাহেবের বক্তব্য -*'এছাড়া দারুন নাদওয়া থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সেই কুখ্যাত কাফির আবু জাহলকে মুরুব্বী ওমর ও হযরত ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জুনিয়র ওমর বলার মাধ্যমে আবু জাহ্‌লকে প্রাধান্যের মর্যাদা দেয়া হয়েছে।'*

তার এই মন্তব্য মোটেই সঠিক নয়, এটা হচ্ছে উভয়েরই হালতে কুফরীর বর্ণনা মাত্র। যেহেতু আবু জাহ্‌ল ছিল বয়সে বড় এবং সম্পর্কে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর মামা। (কেননা হযরত ওমর (রাঃ) এর মাতা হানতামা বিনতে হিসাম ছিলেন আবু জাহলের বোন) উপরন্তু আবু জাহল ছিল কুরাইশ সর্দার, সে অর্থে প্রচলিত পরিভাষায় তাঁকে মুরুব্বী এবং ফারুকে আযম (রাঃ)কে জুনিয়র বলা হয়েছে।

তাছাড়া এটা তো উভয়েরই ইসলাম পূর্বহালতের ইতিহাস মাত্র। এটি বর্ণনা করলে যদি প্রাধান্য-অপ্রাধান্যর প্রশ্ন এনে কুফরীর ফতওয়া তৈরী করা হয়, তাহলে ইসলাম গ্রহণ করার পরের ওমর (রাঃ) এবং ইসলাম পূর্ব ওমরকে- যিনি সকল ঐতিহাসিকদের ভাষায় ইসলামের প্রচন্ড খেলাফ ছিলেন, এমনকি নবীকে হত্যার জন্য ছুটে আসলেন-উভয় অবস্থাকে এক করে দেখতে হবে। সেটাকি তাহলে ওমর ফারুক (রাঃ) এর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন? বরং এটি তো কুফরী অবস্থার কুফরীকে স্বীকার করার শামিল। এটি তো সকল ছাহাবীরই ঈমান পূর্ববর্তী কুফরীকে মেনে নেয়ার নামান্তর মাত্র। অতএব ইব্রাহীম সাহেবের উক্ত অভিযোগ হাস্যকর, যুক্তিহীন এবং ঈমান পূর্ববর্তী হালতে কুফরীর কর্মকাণ্ডের প্রতি সমর্থন। ইব্রাহীম সাহেব তার ফতওয়ায় আবু জাহ্‌লকে দারুন নাদওয়া হতে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী বলেছেন। আর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এসেছিলেন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)। তা হলে, তার বিশ্লেষণ মতেও তো আবু জাহ্‌ল নেতা আর ওমর ফারুক (রাঃ) কর্মী। আবু জাহ্‌লকে প্রাধান্যের মর্যাদা তিনি নিজেই দিয়েছেন। এখন ইব্রাহীম সাহেবের কুফরির ফতওয়া তার প্রতিই তো প্রযোজ্য হবে। এমন নয় কি? অতএব কুফরী প্রমাণের ইব্রাহীম সাহেবের ৩ (তিন) নম্বর যুক্তিও ভিত্তিহীন বিধায় বাতিল।

অতএব উক্ত তিনটি মাছয়ালা তথা (১) রছুল করীম (দঃ) এর দোয়া কবুল

হওয়া (২) রাসুলে পাক (দঃ) এর যথাযোগ্য ইলম এবং (৩) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর ফজিলতের ব্যাপারে আমার আকিদা আল্লাহর রহমতে আকায়েদে আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ইব্রাহীম সাহেব যে কুফরির ফতওয়া এনেছেন- এটা উনার মনগড়া, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশ, বিশেষ গোষ্ঠী ও দুষ্ট চক্রের চক্রান্ত, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রতিফলন, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, সামাজিকভাবে আমার মর্যাদা ও সম্মানজনক অবস্থান বিনষ্ট করারই যে গভীর পাঁয়তারা, তা আমি দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে এসেছি। আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাদের অমানবিক এবং সর্বপ্রকারের ক্ষতিকর প্রভাব হতে পানাহ চাই।

মুহতারাম দ্বীনি ভাইগণ! আমার এই দীর্ঘ আলোচনা এবং ইব্রাহীম সাহেবের ফতওয়ার পুস্তিকা হতে এও প্রমাণ হল, তার সকল বক্তব্য মুহতামাল বা সন্দেহপূর্ণ। কারণ তিনি লিখেছেন- যদি এ ধরণের আকিদা হয়, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই কুফরী। যদি শব্দটি যে শর্তযুক্ত এবং সন্দেহের জন্য ব্যবহার হয়, তা সকলেরই জানা।

وفى التاتارخانية لايكفر بالمحتمل لان الكفر نهاية فى العقوبة فيستدعى نهياة فى الجناية ومع الاحتمال لا نهياة - (البحر الرائق ج/٥ صفحہ ١٣٤)

অর্থাৎ- তাতারখানিয়া নামক কিতাবের ভাষ্য হচ্ছে সন্দেহযুক্ত কথা দ্বারা কেউ কাফির হয় না বা কাফির ফতওয়া দেওয়া যায় না। কেননা কুফরীর শাস্তি সর্বাধিক বড়। আর বড় শাস্তি-বড় অপরাধের দাবী রাখে। কিন্তু সন্দেহযুক্ত হলেতো বড় অপরাধ সাব্যস্ত হয় না। (ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়া ৫ম খন্ড, পৃঃ ১৩৪)

ইব্রাহীম সাহেব সাধারণ জনতার নিকট ফতওয়াটি উত্থাপন করে যেমনি ফ্যাসাদ সৃষ্টির অপপ্রচেষ্টা করেছেন, তেমনি নিজের ফতওয়া সম্পর্কে নিজেই যে সন্দিহান তা প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি জনগণকে লেলিয়ে দিয়ে মুফতি নামের কলঙ্ক হয়েছেন। তিনি ভূমিকায় বলেছেন "ফতওয়া পাঠ করে উক্ত বক্তা সম্পর্কে প্রত্যেকে শরীয়ত সম্মত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে" এটি জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য ফতওয়া নামে উস্কানি- যা সমাজে সন্ত্রাস, অশান্তির সৃষ্টি এবং শত্রুতা মূলক আচরনেরই বহিঃপ্রকাশ। এ-ধরণের আচরণ মুফতির জন্য ফতওয়া লিখনের শর্তাদির পরিপন্থি। এটা শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ এবং প্রচলিত আইনেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এমনিতেই ফতওয়া অত্যন্ত জটিল কাজ। বিশেষতঃ কুফরী ফতওয়া তথা কাউকে

যদি কাফির আখ্যায়িত করতে হয়, তা আরও ভয়ংকর এবং জটিল। এ-ক্ষেত্রে শরয়ী দায়িত্ববোধ ও মুফতির আদালত অনেক বড় ব্যাপার। সাড়ে তিন টাকার একটা কলম দিয়ে কাউকে কাফির লিখে দিলেই ফতওয়া হয়ে যায় না। বরং এ বিষয়ে অতীব সতর্কতা অবলম্বন করাই সত্যিকার মুফিতিয়ানে দ্বীনের শরয়ী দায়িত্ব। আমাদের মহিমান্বিত আকাবেরগণও এ-ব্যাপারে অত্যাধিক সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ দিয়েছেন।

অতএব যার-তার থেকে বা যেন-তেন ভাবে ফতওয়া দেয়াও উচিৎ নয়, নেয়াও উচিৎ নয়। এতে সমাজে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। আর ফ্যাসাদ কোন দিনও ফতওয়ার উদ্দেশ্য হতে পারে না। একমাত্র ফিতনাবাজরাই তা করে থাকে। বিশেষতঃ কুফরীর ফতওয়ার ব্যাপারে যে কতটুকুন কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, তা শরহে ফিকহে আকবর এর নিম্নের ইবারত দ্বারা অনুমিত হবে। যেটি আলা হযরত ইমামে আহলে ছুন্নাত হযরত আহমদ রজা খাঁ বেরলভীও (রাঃ)ও তাঁর 'তামহীদে ঈমান' কিতাবে কোড করেছেন-

قد ذكروا إن المسئلة المتعلقة بالكفر إذا كان لها تسع وتسعون احتمالا للكفر واحتمال واحد فى نفيه فالاولى للفتى والقاضى أن يعمل بالاحتمال النافى (تمهيد الايمان صفحہ ١٢٥)

অর্থাৎ- শরীয়তের ইমামগণ বলেছেন- কুফরী সংক্রান্ত মাসআলায় যদি নিরান্নব্বই ভাগ কুফরীর সম্ভাবনা থাকে, আর একভাগ তার বিপরীত থাকে; তাহলে মুফতি ও কাজীর জন্য শ্রেয় হল- তিনি ঐ কুফরীর বিপরীত দিককে প্রাধান্য দেবেন। (তামহীদুল ঈমান, ইমাম আহমদ রেজা (রঃ) পৃঃ ১২৫)

ইমাম আহমদ রজা খাঁ (রাঃ) "তামহীদে ঈমান" কিতাবে ফতওয়ায়ে খুলাছা, মুহিত এবং ফতওয়ায়ে আলমগীরি হতে আরও কোড করেন যে,

اذا كانت فى المسئلة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتى والقاضى ان يميل اى ذلك الوجه ولايفتى بكفر تحسينا للظن بالمسلم ·

অর্থাৎ- যদি কোন মাসআলার অনেক গুলো দিক কাফির ফতওয়ার দাবী রাখে আর একটি মাত্র দিক সেই ফতওয়াকে 'না' করে, তাহলে মুফতি ও কাজীর উপর কর্তব্য হল, তারা ঐ একটি দিককে গ্রহণ করবেন, কাফির ফতওয়া দিবেন না মুসলমান সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখতে হয় কারণে।

(তামহীদুল ঈমান, পৃষ্ঠা ১২৬)

তামহীদে ঈমান কিতাবে ইমাম আহমদ রজা বেরলভী (রাঃ) কুফরি ফতওয়ার ব্যাপারে পরিশেষে মন্তব্য করছেন, এ-বিষয়ে শুধু হাদিকায়ে নাদইয়াহ্ শরীফের নিম্নোক্ত ইবারতই যথেষ্ট-

جميع ماوقع فى كتب الفتاوى من كلمات صرح المصنفون فيها بالجزم
بالكفر يكون الكفر فيها محمولا على ارادة قائلها معنى عللوا به
الكفر واذا لم تكن ارادة قائلها ذالك فلا كفر (تمهيد الايمان صفحه ١٢٧)

অর্থাৎ- ফত্ওয়ার কিতাবসমূহে গ্রন্থ প্রণেতাগণ কুফরী সংক্রান্ত বিষয়ে যত কথাই এনেছেন, তাতে কুফরী সাব্যস্ত হওয়াটা বক্তার ইরাদার উপর নির্ভর-বলে তাঁরা মন্তব্য করেন। মূলতঃ ঐ ইরাদাকে তাঁরা কুফরীর কারণ নির্ধারণ করেছেন। তবে বক্তার ইরাদা যদি তেমনটি না হয়, কুফরী সাব্যস্ত করা যাবে না। (তামহীদুল ঈমান, পৃঃ ১২৭)

ফতওয়া একটি শরয়ী দায়িত্বশীল বিষয়। যে কারো তা প্রদান করার শরয়ী অধিকার নেই। মুফতিকে জ্ঞানের মৌলিক যোগ্যতা ছাড়াও ন্যায় পরায়ন, হিংসামুক্ত, কঠোরতা মুক্ত, জবরদস্তীমুক্ত হতে হবে; অন্যথায় তার ফত্ওয়া গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন মুফতি আমিমুল ইহছান বরকতী (রঃ) লিখেন-

الفاسق لايصلح مفتيا على الاصح - (ادب الفتى صفحه ٧)

অর্থাৎ- ফাছেক ব্যক্তি, বিশুদ্ধ মতে মুফতি হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।" (আদাবুল মুফতি, পৃঃ৭)

মুফতি আমিমুল ইহছান বরকতী (রঃ) মিফতাহুস সায়াদা, মসনদে দারেমী, বুসতানুল ফিক্হ, শামী, রছমুল মুফতি ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য ফত্ওয়ার কিতাবের আলোকে আরও নকল করছেন-

ولايكون المفتى جبارا عنيدا ولا فظا غليظا (ادب المفتى صفحه ٨)

অর্থাৎ- "মুফতি জোরজবরদস্তিকারী হিংসুক ও কঠোরতা অবলম্বনকারী হতে পারবে না"; (আদাবুল মুফতি- পৃঃ৮)

তিনি আরও লিখছেন-

وينبغى للمفتى ان لا ينازع احدا ولا يخاصمه ولايضيع اوقاته وعليه ان
يشتغل بمصالح نفسه لابقهر عدوه - (ادب المفتى صفحه ٢٢ من الهندية
وآلسراجية وآثار ابى يوسف والدارمى)

অর্থাৎ- "আর মুফতির জন্য উচিৎ কারও সাথে বাড়াবাড়ি না করা, ঝগড়া ফ্যাসাদ না করা এবং নিজের সময় নষ্ট না করা। আর তার জন্য আবশ্যক, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেয়ে স্বীয় আত্মশুদ্ধির দিকে নিবদ্ধ থাকা।"

আর যে কারও থেকে ফতওয়া গ্রহণ করাও নাজায়েজ। যেমন মুহাম্মদ বিন সিরীণের বর্ণনা-

عن محمد بن سيرين قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم
(مقدمة مسلم)

অর্থাৎ- "মুহাম্মদ বিন সিরীণ হতে বর্ণিত, তিনি বলছেন- নিশ্চয়ই এই ইলম হল দ্বীন। অতএব দ্বীন কার নিকট হতে গ্রহণ করছ, তা চিন্তা করে দেখ।"

ফতওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে এ-সমস্ত উছুল এবং মুফতির জন্য উল্লেখিত শর্তাবলীর মাপকাঠিতে আমরা 'কাশফুল আসতার' সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এ-ফাতওয়া প্রণয়নে ইব্রাহীম সাহেব কোন নিয়ম-নীতি অনুসরণ তো দূরের কথা; ন্যুনতম মানবতাবোধও তাঁর মধ্যে ছিল না। ছিল শুধু হিংসা বিদ্বেষ, প্রতারণা, মিথ্যাচার, রাজনৈতিক চক্রান্ত আর শুধুই ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির অবাঞ্চিত আদিম অভিলাষ। অতএব মানবতা বিরোধী সমাজে অনাচার সৃষ্টিকারী এই ফতওয়ার কোনই কার্যকারীতা নেই। এই ফতওয়া এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিকৃত চিন্তাধারার অমানবীয় ফসল। যারা ধর্ম চর্চা না করে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে, তাদের নিকট থেকে সমাজ এবং জাতি আর কিইবা আশা করতে পারে? অতএব এই ফতওয়া হাদীছ শরীফ এবং উছুল অনুযায়ী ফতওয়া দাতা এবং তার দোসরদের প্রতিই প্রত্যাবর্তিত হবে। যেমন ছহীহ মুছলিম শরীফে বর্ণিত হচ্ছে-

عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ايما أمرئ قال لاخيه ياكافر فقد باء بها احدهما ان كان كما
قال والا رجعت عليه (صحيح مسلم صفحه ٥٧)

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কে বর্ণনা করতে শুনেছেন, রাছুলে পাক (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন (দ্বীনি) ভাইকে বলল- হে কাফের! তখন কুফরী দুজনের যে কোন এক জনের দিকে ধাবিত হবে। যদি সে ব্যক্তি বাস্তবিকই কাফির হয়ে যায়, তবে তো ঠিক, নতুবা কুফরী- (ফতওয়া) আরোপকারীর প্রতিই প্রত্যাবর্তিত হবে।

মুফতিয়ে আহলে ছুন্নাত আল্লামা আমিমুল ইহছান বরকতী (রঃ) তাই ইবনে

মাজা, দারমী, মছনদে আহমদ এবং ফতওয়ায়ে হিনদিয়ার বর্ণনাসূত্রে নকল করেন-

من افتى بفتيا غير ثبت فانما إثمه على من افتاه ٠

অর্থাৎ- "যে কেউ কোন অসত্য ফতওয়া প্রদান করে, ঐ ফত্ওয়ায় বর্ণিত অপরাধ ফতওয়া প্রদানকারীর উপরেই বর্তাবে। (আদাবুল মুফতি, পৃঃ ২৪)

পরিশেষে আমি সকলের নিকট অনুরোধ রাখব, যারা নাপাক উদ্দেশ্যে ফতওয়ার অপব্যবহার করে বা ফতওয়া প্রণয়নে দায়িত্বহীনতা এবং অমানবিকতার পরিচয় দিয়ে সমাজে অশান্তি, বিভেদ এবং ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে, তাদের শরিয়ত বিরোধী এই কার্যক্রমের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অনেক ধৈর্য্য ধারণ করার পর শুধু ফিতনা-ফ্যাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে এবং গণসচেতনতা সৃষ্টি করতঃ এই তথাকথিত ফেতনাবাজদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করার নিয়্যত নিয়েই আমি কলম ধরেছি, কারও বিরুদ্ধে বিষোদগার করার জন্য নয়। এ-বিষয়ে সত্যিকার মুহাক্কিক- মুখলিছ মুফতিগণ এবং হকপন্থি ওলামায়ে কেরামগণ এগিয়ে আসলে অসৎ লোকদের এবং ফিতনা সৃষ্টিকারীদের দায়িত্বহীন ফতওয়া থেকে সমাজ মুক্তি পাবে। আল্লাহ আমাদেরকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করতঃ দ্বীনি দায়িত্ববোধ এবং ভ্রাতৃত্ববোধ কায়েম করার তওফিক দিন।

ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم -

হে আমাদের পালন কর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখোনা।(হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিশ্চয় প্রেমময় দয়াশীল। (সূরা হাশর আয়াত-১০)